প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা

DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION

(D.El.Ed)

কোর্স - 501

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা : সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ব্লক - 3

বর্তমান ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা (2)

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

ব্লক - 3

বর্তমান ভারতের
প্রাথমিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

ব্লক ইউনিট

একক 8 প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের প্রশিক্ষন

একক 9 পিছিয়ে পরা শিক্ষার প্রশিক্ষনের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতি

একক 10 প্রাথমিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।

ব্লক পরিচয়

এই ব্লকটি একক-8, একক-9, একক-10 এর সমাহার।

একক–8, এ আপনি শিক্ষক শিখন কার্যক্রমের বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়গুলি এবং প্রাথমিক ও উচ্চতর প্রাথমিকের বিভিন্ন উপ-পর্যায়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই এককটি আপনাকে জাতীয় স্তরে একটি দক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক হওযার প্রস্তুতির বিবরণ দেয়ষ্ট

একক–9, এ আপনি প্রথম প্রজন্ম সহ-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বৈষম্যতা সম্পর্কে পড়বেন আর বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে কীভাবে আপনি তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবেন। এই এককটিতে আপনি অবহেলিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত এবং শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে জানতে পারবেন।

একক–10, এ আপনি প্রাথমিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক রূপরেখা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-8 : *প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের প্রশিক্ষন*	1
2	একক-9 : *পিছিয়ে পরা শিক্ষার প্রশিক্ষনের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতি*	31
3	একক-10 : *প্রাথমিক শিক্ষার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।*	50

একক - 8 প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রস্তুতি করণঃ

নোট

কাঠামো

8.0 – ভূমিকা

8.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

8.2 – প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিজ্ঞানের বিষয়

8.3 – বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রাথমিক স্তরে NCF-2005 যুক্ত করা

8.3.1 – NCF 2005 এর মূল কাঠামো

8.3.2 – চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে প্রশিক্ষণ

8.3.3 – চাকুরীত শিক্ষকের প্রশিক্ষণ

8.3.4 – বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ

8.3.5 – প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচী

8.3.6 – প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো

8.3.7 – শিক্ষক নিয়োগ

8.4. – প্রাথমিক শিক্ষকদের (NCFTE) 2009 - 10 এর শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পাঠ্যসূচীর মূলক কাঠামোর প্রধান দিক।

স্তর - 1

8.4.1 – যুক্তিগত ভিত্তি

8.4.2 – কার্যধারার বিষয়সূচী

8.4.3 – প্রশিক্ষণ

8.4.4 – পাঠ্যসূচী নিষ্পন্ন করা

8.4.5 – শিক্ষক শিক্ষাদাতা হিসেবে ভূমিকা

8.4.6 – মূল্যায়ন

8.4.7 – মূল্যায়নের মাপকাঠি

স্তর - 2 প্রাথমিক স্তরে (I-VIII) শিক্ষক প্রশিক্ষণ

8.4.8 – যুক্তিগত ভিত্তি

8.4.9 – কার্যধারা বিষয়সূচী

8.4.10 – প্রশিক্ষণ

8.4.11 – পাঠ্যসূচী নিষ্পন্ন করা

8.4.12 – শিক্ষক শিক্ষাদাতা হিসেবে ভূমিকা

নোট

8.4.13 – মূল্যায়ণ

8.4.14 – মূল্যায়ণের মাপকাঠি

8.5 – প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল: একীভূত মনেডল সহ।

8.5.1 – প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান মর্যাদা

8.5.2 – প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উন্নতি বিধান

8.5.3 – নতুন মডেলের প্রয়োজনীয়তা

8.5.4 – নতুন উদ্যোগ

8.6 – চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষক

8.6.1 – চিন্তাশীল ধারনা অর্থ

8.6.2 – চিন্তাশীল ধারনা সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের বক্তব্য

8.6.3 – চিন্তাশীল ধারনার উৎপত্তি

8.6.4 – অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আঙ্গিকে ভাবনা চিন্তা

8.6.5 – অভিজ্ঞতা ধারনার আধুনিক অর্থ

8.6.6 – চিন্তাশীল ধারনার শিক্ষায় জিচ্নার ও লিসটনের মনেডল

8.6.7 – ভাবনা চিন্তার পদ্ধতি

8.7 – সংক্ষিপ্তসার

8.8 – পরিভাষ/সংক্ষিপ্ত নাম

8.9 – আপনার প্রগতি জানার জন্য মডেল উত্তর

8.10 – সুপারিশকৃত বই এবং রেফারেল বই

8.11 – একক পরিসমাপ্তি অনুশীলনী।

8.0 ভূমিকা

পূর্বের অধ্যায়ে আপনি শিখেছেন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। আপনি এও মেনেছেন শিক্ষা এখন মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। শিক্ষার অধিকার আইনটি তৈরী রয়েছে ১৪ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষক ক্ষেত্রে সেই সাংবিধাননিক ব্যবস্থা ছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার অধিকার আইনটি তৈরী হয়েছে। ব্যাপক অর্থে প্রাথমিক শিক্ষা বলতে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক (I – VIII) উভয়স্তরকে বোঝায়। চিন্তাকরুন প্রাথমিক স্তরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ফল।

এই এককে আমরা পাঠ করব শিক্ষক প্রশিক্ষণের কর্মসূচীর পট ভূমিকা। এই কর্মসূচীর বিবেচনায় আনার কারণ। জাতীয় লক্ষ্যের অন্যতম বিষয় হিসেবে আপনি কিভাবে সাহায্য করবেন প্রাথমিক শিক্ষায় উন্নতমানের শিক্ষক প্রস্তুতি কারনে।

নোট

8.1 শিখনের উদ্দেশ্য সমূহ

এই এককটি পাঠ করে আপনি বুঝতে পারবেন-

- প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিষয় গুলো
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে NCF 2005 সংক্রান্ত অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে যুক্ত
- বিষয় এবং অন্তভুক্ত বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের আঙ্গিকে NCPTE-2009-10 মূল দিকগুলোর ব্যাখ্যা
- বিভিন্ন মডেল ব্যবহারের যুক্তি যুক্ততা।
- চিন্তাশীল বিষয় অনুশীলনের বিভিন্ন ধারনার আলোচনা
- চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে আপনার কার্যকরণ পদ্ধতি কি হবে।

8.2 প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিজ্ঞানের বিষয়

শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তার অন্যতম কারণ হল লিঙ্গ, জাতপাত, ধর্ম, সংস্কৃতির, ভাষা, শারীরিক অক্ষমতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্য। তাদের সরাসরি শুধুমাত্র নীতি বা কর্মসূচীর দ্বারা নয়, তাদেরকে পরিকল্পনা শিখনের পদ্ধতি, শিক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে হবে শৈশব থেকে এবং যা শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় সম্ভব।

UEE আমাদের সচেতন করেছে বৈচিত্র এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে উৎকৃষ্ট উত্তরাধিকার যুক্ত বৃহত্তর আঙ্গিকে পাঠ্যসূচী রচনা করতে। এর মূল গুরুত্ব হল শিশুদের সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ এবং আত্মসম্মান এবং নীতর উন্নতি বিধান করা।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে যে উপাদান গুলো গভীরভাবে বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হল-

- **পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা :** বর্তমানে আলোচনায় নতুন যে উন্নত এবং ঐ সম্মর্কিত বিষয় যেগুলো পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে, সাড়া ফেলেছে। এই ক্ষেত্রে যেটা সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল যে শিশুদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস সম্মান বোধ জাগিয়ে তুলে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয় ধরে রাখা। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার (UEE) ক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীর প্রতিফলন থাকবে। শুধুমাত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র দিয়ে হবে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পটভূমি ও বিবেচনার মধ্যে

নোট

রাখতে হবে। মন-স্তাত্ত্বিক ও বৈদ্ধিক এবং শারীরিক ক্ষেত্রে যে ভিন্নতা যে বিষয়গুলো বিবেচনা করে শিশুদের শেখাতে হবে প্রাথমিক স্তরে কীভাবে সফল হওয়া যায়।

- **পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা :** আমদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা মূলত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে চিন্তা করে উত্তর লেখার থেকে পাঠ্য বই মুখস্থ করে উত্তর লেখা। এই ব্যবস্থা শিক্ষার গভীরের পৌছতে সাহায্য করে না। সাধারণত: এই পরীক্ষা ব্যবস্থা দেখা হয় শিশু কতটা বিষয় সম্পর্কে খুটিয়ে পড়েছে। সমাজ উৎসাহ দেয সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে কিন্তু লক্ষ্য করে না দৈনন্দিন পড়াশুনার ক্ষেত্রে তার কার্যপদ্ধতি কি। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য উপাদানেরও গুরুত্ব আছে, যেমন ব্যক্তিগত সামাজিক, প্রাক্ষোভিক এই বিষয় গুলোকে মান নির্ধারণের কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংক্ষেপে এই উপাদান গুলো ব্যক্তি জীবনে ফলপ্রসু করার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশ করে। শিশুর জীবন এবং অগ্রগতি ক্ষেত্রে শিক্ষাকে জোর দিতে হবে মূল্যবোধ এবং নীতির উপর।

- **পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠান (PRI) :** এমন সুযোগ এনে দিচ্ছে যেখানে আমলাতন্ত্রের প্রভাব কম, শিক্ষক মহাশয় রা আরও বেশী দায়বদ্ধ, বিদ্যালয়গুলো আরও বেশী স্বশাসিত শিশুদের প্রয়োজনে আর ও বেশী সহানুভূতিশীল। বিকেন্দ্রীকরণ এবং P.R.I'র ভূমিকা উপর জোর দেওয়ার ফলে আঞ্চলিক পরিবেশ, আঞ্চলিক জীবন এবং শারীরিক অবস্থার উপর গুরুত্ব দিয়ে সুপরকিল্পিত সংস্কার আনয়ন করা সম্ভভ হয়েছে। শিশুর যখন তাদের পরিবেশের মধ্যে বেড় উঠে তখন তারা স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন দক্ষতার অধিকারী হয়। তখন তারা তাদের জীবন এবং তাদের দিয়ে থাকা পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করে। যখন তারা শিক্ষক মহাশয়দের কে নানা রকম প্রশ্ন করবে তখন তা পাঠ্যসূচীকে সমৃদ্ধ এবং সৃজনশীল করবে। এই ধরনের সংস্কার তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে জানা থেকে অজানা', 'মূর্ত থেকে বিমূর্ত' এবং আঞ্চলিক স্তর থেকে বিশ্বব্যাপীর দিকে।

- **সমালোচনামূলক শিক্ষা বিজ্ঞান :** সমালোচনামূলক শিক্ষা বিজ্ঞান ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টি করবে, সাম্যবাদী সমাজ ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং প্রগতিশীল সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষাকে ব্যবহার করা যাবে। এটা একটা শিক্ষামূলক আলোচনা যা আবেগ এবং নীতির দ্বারা পরিচালিত এবং অবশ্যই শিশুদের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেনতা বৃদ্ধি করবে, স্বৈরতান্ত্রিক মান দিক তা বুঝতে সাহায্য করবে এবং গঠনমূলক কাজ করতে উৎসাহিত করবে। সমালোচনমূলক শিক্ষা বিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে। এই একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, অজানা, জানা, পুনরায় জানা, ভাবনা চিন্তা এবং মূল্যায়ন এই সমস্ত কিছুর প্রভাব শিশুদের উপর পড়বে।

- **পাঠসূচী সম্পর্কিত**

- **পরিবেশ সংরক্ষণ :** নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন পরিবেশের অবনতি ঘটেছে এবং অসুবিধা এবং সুবিধার জন্য এক বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। এটা

নোট

আমাদের দায়িত্ব পরিবেশকে রক্ষা করা। শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যা NPE 1986 অন্যতম মূল বিষয়। যা হোক পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের সংবেদনশীল করা এবং পরিবেশকে রক্ষার করার প্রয়োজনীয়তার বিষয় এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ের বাইরে পরিবেশের সঙ্গে শিশুদের যুক্ত করার এক সচেতন প্রচেষ্টা চলতে থাকবে।

- **শান্তির স্বপক্ষে শিক্ষা :** আমরা নজীরবিহীন হিংসার যুগে কাজ করছি। যা স্থানীয় আঞ্চলিক জাতীয়, বিশ্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই বিরক্তিকর মানসিক-সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে চাপ তৈরী করছে যা মানুষকে অসহিষ্ণু এবং দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যাক্তির ব্যক্তিত্বের সঠিক উন্নয়নই শান্তির পক্ষে ভাবসত্তা তৈরী করতে সাহায্য করবে। শিক্ষাই মানুষকে শক্তিশালী করবে কিভাবে দ্বন্দ্বের মোকাবিলা করা যায়। শুধুমাত্র নির্বিকার দর্শক হিসেবে থাকা যায়।

- **গণতন্ত্র জীবনের একমাত্র লক্ষ্য :** ভারতের সংবিধান সকল নাগরিকের ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে। গণতন্ত্রই একমাত্র নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনত এবং অন্যের অধিকারের বিষয়ে সম্মান করতে শেখায়। শিক্ষাই সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র যন্ত্র যা সাম্যবাদী সমাজ এবং ধর্মীয় ভাবাবাগের উর্ধ্বে উঠে সকলকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতীয় পরিচয় অক্ষুনন রাখতে পাঠ্যসূচীই শিশুদের অতীতের বিষয়কে পূর্ণমূল্যায়ন ও পূর্ণবাখ্যা করে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে তা শেখায়। শিক্ষা নাগরিককে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং সংবিধানে লিপিবদ্ধ নীতির প্রতি দায়বদ্ধ করে।

- **শিক্ষাবিজ্ঞান কেন্দ্রিক :**

  শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত উপাদান প্রায় 80 (৮০) শতাংশ পাঠ্যসূচীর অন্ত:ভূক্ত করা হয়েছে। পাঠ্যসূচী শিশুকেন্দ্রিক, কর্মভিত্তিক, সহযোগিতামূলক শিক্ষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ক সূচী সম্পর্কে প্রশিক্ষিতের জ্ঞান বৃদ্ধি করা যা পাঠ্যসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

  শিক্ষায় গুণগত মান বৃদ্ধি অবশ্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। ব্যক্তির গুণগত মান বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান গুলো হল পরিবেশ রক্ষা করা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, বর্তমান প্রেক্ষিতে জাতি ও মানবতা যে বিষয়গুলোর সম্মুখীন হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যালয় পাঠ্যসূচী বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যালয় পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত কোন পাঠ্য বিষয় বৃহত্তর প্রেক্ষিত সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। সেই কারনে সামাজিক-আর্থিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং লক্ষ্যর দিকে তাকিয়ে পাঠ্যসূচীর বিষয় সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে।

নোট

কর্মতৎপরতা-1

নীচের ছবিগুলোর দিকে তাকাও। আপনি যদি শিক্ষক হতেন তাহলে ছবিগুলোর ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

চিত্র - 1

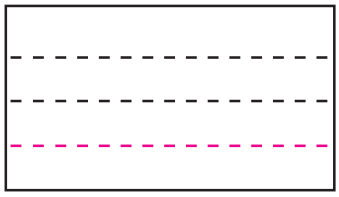

চিত্র - 2

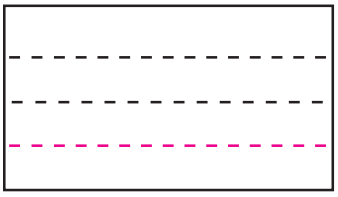

চিত্র - 1 চিত্র - 2

সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রয়োজন-

- শিশুদের অভিজ্ঞতা সঙ্গে শ্রেণীকক্ষের জ্ঞান কে সংযুক্ত করা
- বিদ্যালয়ের বায়রের বিষয় সম্পর্কে শিশুর জ্ঞান যুক্ত করা
- না বুঝে মুখস্থ করা থেকে শিশুর শিখন প্রক্রিয়াকে সরিয়ে আনা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচী পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্রিক না করে শিশু সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে যে দিকে নজর রাখা।
- পরীক্ষা পদ্ধতিকে নমনীয় করতে হবে
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। যেখানে তাদের প্রকৃত লালন পালন হয়।
- সুবিধাপ্রাপ্ত স্তরের শিশুদের সঙ্গে সমগোত্রীয় অসুবিধা গ্রস্থস্তরের শিশুদের সম্পর্ক সুন্দর করা ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে।

নোট

8.3 প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষায়

NCF 2005 ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক, শিখন উপকরণের মূল কাঠামোর বিষয় আলোচনা করেছে। এই দলিল পূর্বতন সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন 'লার্নিং' উইদাউট্ বার্ডেন নীতির উপর ভিত্তি করে। জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 - 1992 এবং গোষ্ঠী আলোচনা উপর গুরুত্ব দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। NCF 2005 এর সুপারিশ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে।

8.3.1 NCF 2005 এর মূল বৈশিষ্ট

এই দলিল 5টি ভাগে বিভক্ত

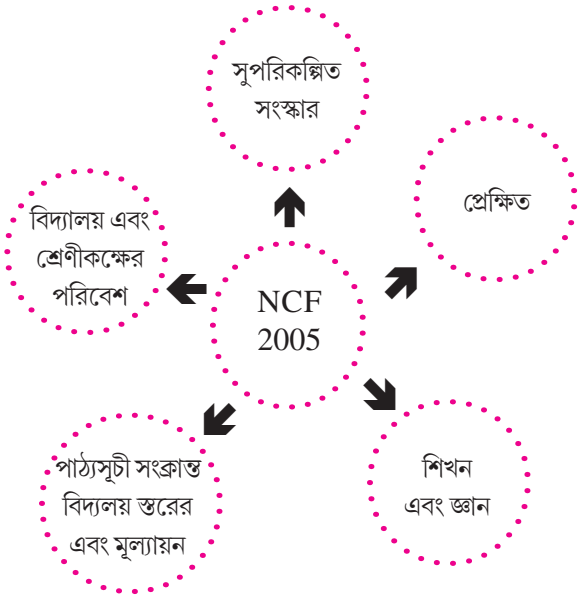

চিত্র - 8.1

UEE এর জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট 'শিক্ষার অধিকার' আইন 2009 পাস করে যেখানে 6–14 বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং তা কার্যকরী হয় 09.04.2010. আপনি পূর্বের একক গুলোতে এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন যে বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো হল (i) সার্বজনীন ভর্ত্তী এবং নিবন্ধ করন করা (ii) 14 বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের সকলকে ধরে রাখা (iii) শিক্ষায় গুণগত মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা যাতে শিশুরা প্রয়োজনীয় স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষায় সাফল্য লাভ করতে পারে।

নোট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে NCF 2005 এ যে প্রশ্ন গুলো উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। সেগুলো হল -

1. বিদ্যালয় সাফল্যে পৌছানোর জন্য শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য গুলো প্রয়োজন
2. এই উদ্দেশ্যগুলো সফল করার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত কী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন
3. শিক্ষা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলো কীভাবে অর্থবহভাবে সংগঠিত করা যায়?
4. আপনি কী নিশ্চিত যে এই শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো সত্যিই সুশিক্ষিত করবে?

যে বিষয়গুলো এর মধ্যে আছে যার সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। সেগুলো নীচের বর্ণনা করা হল -

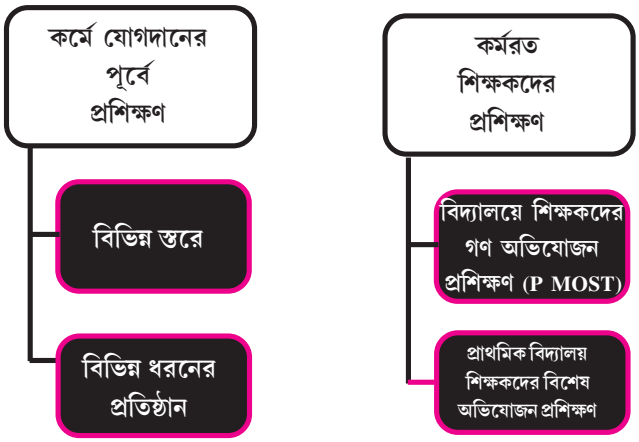

চিত্র - 8.2

8.3.2 কর্মে যোগদানের পূর্বে শিক্ষকের প্রশিক্ষণ

- সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের (স্বীকৃতিহীন বাদে) পেশাগত দক্ষতার বিষয়টি স্থিরীকৃত হয় রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের এবং পরীক্ষা নিয়ামক পর্ষদ এর দ্বারা। বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এবং অন্তভুক্তির বিষয়ে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোজ্যতা নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে। তাই যে প্রতিষ্ঠান সরকারী উদ্যেগেই অথবা বেসরাকারী উদ্যোগে গড়ে উঠুক না কেন সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মকানুন সকলকে মান্য করতে হবে।
- শুরুতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (কর্মে যোগদানের পূর্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ) নিম্নে বর্ণিত তিনটি স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন কর্মেযোগদানের পূর্বে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, এবং মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

নোট

- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ মূলত সংগঠিত হয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করার জন্য যারা 1 – 5 শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করবেন। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এ ভর্ত্তীর জন্য 10–12 বছরের বিদ্যালয় শিক্ষায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যদিও কিছু কাজ ন্যূনতম যোগ্যতা শিথিল করেছে। সম্প্রতি কিছু রাজ্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভর্ত্তীর জন ন্যূনতম যোগ্যতা বাড়িয়ে। 2 বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা করেছে। এই প্রশিক্ষণের সময়সমী বেশীর ভাগ রাজ্যে 2 বছর। কোন কোন রাজ্যে সময়সীমা 1 বছর। প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তিন ধরনের - সরকারী, বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত, বেসরকারী সাহ্যয্যহীন। সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে DIET স্থাপিত হয়েছে। DIET এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে DIET কর্মে যোগদানের পূর্বে শিক্ষকদের যেমন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে ঠিক তেমনি ভাবে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ও ব্যবস্থা করেছে।

8.3.3 কর্মরত শিক্ষকের প্রশিক্ষণ

NPE 1986 অনুযায়ী ভারত সরকার কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় নীতি গ্রহণ করেছে। যে কর্মসূচীগুলো সংগঠিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- **বিদ্যালয় শিক্ষকদের গণ অভিযোজন কর্মসূচী (P MOST) :** এই কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হল NPE উল্লেখিত বিষয় যেমন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, গবেষণা সংক্রান্ত, শিক্ষকদের দায়িত্ব ও ভূমিকা পাঠ্যসূচী সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা। এই কর্মসূচী 10 দিনের। বিভিন্ন রাজ্যে SCERT র সহযোগীতায় করে 1086-90 এর মধ্যে। কোটি 80 লক্ষ শিক্ষককে অন্তভুক্ত করে NCERT তত্ত্বাবধানে পুরো বিষয়টি সংগঠিত হবে। দেশের বিভিন্ন অংশে দূরদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন ছবির সাহায্যে শিক্ষকদের সুবিধার জন্য প্রচার করা হবে। এই পর্বটি হবে আলোচনা, অংশগ্রহণ মূলক এবং মিথস্ক্রিয়া মূলক।

- **বিশেষ অভিযোজন মূলক কর্মসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য (SOFT) :** শুরু হয়েছিল 1993-94 সালে এই লক্ষ্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধি করা যাতে UEE সফল করা। এই কর্মসূচীর প্রধান ফোকাস হল প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্দিষ্ট MLLs বাস্তবায়িত করা যাতে প্রাথমিক শিক্ষকরা অপরেশন ব্লাক বোর্ড এর উপকরণ ব্যবহৃত করে শিখনের ক্ষেত্রে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। এই কর্মসূচী প্রতি বছর প্রায় 45 লক্ষ শিক্ষক অর্ন্তভুক্ত হয়।

8.3.4 শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশেষ চাহিদা প্রাপ্তদের জন্য

বিশেষ চাহিদা প্রাপ্ত শিশুদের জন্য NCERT একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে। সাধারণ শিক্ষকদের প্রস্তুত করা যাতে শ্রেণীকক্ষে বিশেষ চাহিদা প্রাপ্ত শিশুদের পাঠদানের

নোট

ক্ষেত্রে অসুবিধা না হয়। NCERT'র 4 RIEs এ ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবে। বিশেষ চাহিদার বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবে। বিশেষ চাহিদার বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বেশীর ভাগ এক ধরনের অক্ষমতা অথবা বহু ধরনে অক্ষমতা যেমন জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত প্রভৃতি সেই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউটস ফর দি হ্যান্ডিক্য এর তত্ত্বাবধানে। এছানা কিছু বেসরকারী সংস্থা যাদের কর্মসূচী বিহেবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'র স্বীকৃতি প্রাপ্ত। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও এই ধরনের বিষয়ের উপর B.ED এবং M.Ed. ডিগ্রি দিচ্ছে।

8.3.5 প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক শিখনের পাঠ্যসূচী

- প্রাথমিক শিক্ষক বিশেষ করে প্রথম তিনটি রূপে শিক্ষাদান করবে মূলত স্বাক্ষরতা গণিত, বিষয়ে প্রাথমিক উন্নয়ন ও জ্ঞান, জীবন সম্পর্কে দক্ষতা, পাশাপাশি শিশুর বিকাশ শিখন সম্পর্কেও শিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষকদের শিখনের ব্যাপারে পাঠ্যসূচী রাজ্য সরকার, শিক্ষক শিখন সংক্রান্ত রাজ্য পর্ষদ কর্তৃক রূপায়িত এবং সময়ে সময়ে তা পূর্ণ মূল্যায়ণ হবে।
- NCERT প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মডেল পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করবে রাজ্য সরকার শিক্ষক শিখনের ব্যাপারে তা গ্রহণ করবে। সময়ে সময়ে NCERT পাঠ্যসূচীর উপর সংশোধন করবে। আমরা পরবর্তী উপ-একক এ NCERT সাম্প্রতিক পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো পাঠ করব।

8.3.6 প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানগত পরিকাঠামো

কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে কেন্দ্র, রাজ্য, আঞ্চলিক জিলা এবং উপ জিলা স্তরের পরিকাঠামো বর্তমান। আপনি এ বিষয়ে জানতে পারবেন এই পাঠ্যসূচীর 4 নং একক এ।

জাতীয় স্তরে আছে NCERT, NUEPA দি সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাংগুয়েজস (CIEFL), হায়দ্রাবাদ, সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজেস (CIIL) মাইশোর, আঞ্চলিক স্তরে যে প্রতিষ্ঠান গুলো আছে সেগুলো হল রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন দেশের চারটি অঞ্চলে অবস্থিত যেমন উত্তরাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল, একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে যেটি শিলংএ অবস্থিত যেটা ভারতে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রাজ্যস্তরে আছে SCERT, স্টেট ইন সটিটিউট অফ এডুকেশন (STE), স্টেট ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন, IASE, CTEs এবং SIETs. জিলাস্তরে আছে DIET প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে কাজ করছে সাম্প্রতিকালে কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উপ-জিলা স্তরে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে যেমন ব্লক এবং গুচ্ছ স্তরে। এই কেন্দ্রগুলো স্থাপিত হয়েছে পুরো জিলাকে অর্ন্তভুক্ত করে DPEU তত্ত্বাবধানে।

নোট

8.3.7 শিক্ষকদের নিয়োগ

ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কিছু রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আবার রাজ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত অভিজ্ঞতার নিরীখে শিক্ষক নিয়োগ করে থাকে। প্রত্যেক প্রার্থীর যোগ্যতামান নির্ধারিত হয় যে পরীক্ষায় সে পাস করেছে তার প্রাপ্ত নম্বর এবং পূর্বের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। অপরদিকে কিছু রাজ্যে দুই পদ্ধতিতে যুক্ত করে যেমন প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে এবং শিক্ষাগত নম্বরের ভিত্তিতে। সাক্ষাৎকার ভিত্তিক পরীক্ষারও মূল্য দেওয়া হয়।

8.4 প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক শিখনের পাঠ্যসূচী মূলকাঠামোর বৈশিষ্টা (NCFTE), 2009 - 10

শিক্ষক শিখন এবং বিদ্যালয় শিক্ষার একটি পাস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি আরেকটি প্রভাবিত করে। ভাল শিক্ষক শিখন ভাল শিক্ষক তৈরীতে সাহায্য করে। এই ধরনের শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে ভাল পাঠদান করতে সক্ষম। শিক্ষার পরিপূর্ণ বিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিখনের পদ্ধতির গুণগত মানের উন্নতি ঘটাতে হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির তথা জাতীয় ও বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে।

ভারতের সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে NCFTE এর নির্দেশিত পথে NCF 2005 উল্লেখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিশুর অধিকার। মানবাধিকার শিক্ষা, মূল্যবোধ। দেশের সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যধারার বিষয়সূচী স্থিরীকৃত হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষক সচেতন করতে হবে।

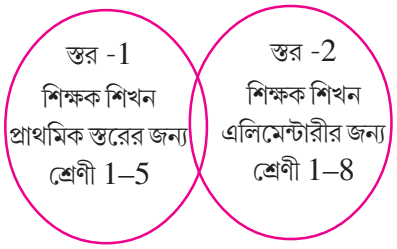

চিত্র

বিভিন্ন স্তরে মূল কাঠামো যা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ-

স্তর - 1 : প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক শিখন (শ্রেণী 1-5)

8.4.1 যুক্তিগত ভিত্তি

প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষকরা আরও বেশী করে জানতে পারবে সমাজে জটিলতা এবং উন্নয়ন

নোট

প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। শিক্ষকদের চরিত্র চিত্রণ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে শিক্ষক থেকে সাহায্যকারীতে পরিণত হচ্ছে। তাই NCFTE পরামর্শ দিয়েছে পাঠ্যসূচীর মূল কাঠামো নমনীয় হবে যাতে স্থানীয় পরিবেশের বিষয় অন্তভুক্ত করা যায়।

8.4.2 কার্যধারার বিষয়সূচী

- ভারতের সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে NCFTE এর নির্দেশিত পথে NCF 2005 উল্লেখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিশুর অধিকার, মানবাধিকার সিক্ষা, মূল্যবোধ। দেশের সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যধারার বিষয়সূচী স্থিরীকৃত হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন করতে হবে।
- বিষয়সূচী গড়ে উঠবে শিক্ষক ও শিখনের মনস্তত্ত্ব স্বাস্থ্য এবং শারীর শিক্ষা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা বিষয় যা বিভিন্ন আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক উপাদান শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করবে।
- শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করতে হলে বিদ্যালয় সাংগঠনিক বিষয় এবং শিক্ষা বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী।

8.4.3 প্রশিক্ষণ

- প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে একীভূত করলে যা হবে অত্যন্ত অর্থবহ এবং আদান প্রদান ভিত্তিক
- শিখনের পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- পেশার প্রয়োজনে শিক্ষকদের অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। প্রশিক্ষণে কার্যকারণের উপর গবেষণা এই বিষয়টির উন্নয়ন ঘটাবে যার মাধ্যমে শিক্ষক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবে।

8.4.4 পাঠ্যসূচী নিষ্পন্ন করা

পাঠ্যসূচী নিষ্পন্ন করার তিনটি উপাদান : তত্ত্বগত, শিক্ষা বিজ্ঞান, ব্যবহারিক একীভূত করে ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োজন, আপনি জানেন এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল ফলপ্রসু, চিন্তাশীল দায়বদ্ধ শিক্ষক তৈরী করা। এই তিনটি উপাদান কি ভাবে কাজে লাগাতে হবে তা নীচেয় আলোচনা করা হল।

- **তত্ত্বগত :** এই উপাদান ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে, আদান প্রদান মূলক অংশগ্রহণ মূলক, সেমিনার, লেকচার পদ্ধতি গণ মাধ্যম নির্ভর শিক্ষা, টিউটোরিয়াল এবং ব্যবহারিক কাজকর্মের উপর, প্রশিক্ষণের সময় বিষয়সূচী উপর জ্ঞান বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হবে।

নোট

- **শিক্ষাবিজ্ঞান :** শিক্ষা বিজ্ঞান হল কেমন করে আপনি পড়াচ্ছেন, এই পদ্ধতিটি খুবই ফলপ্রসূ তার কারণ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে, সঠিক এই পদ্ধতিটি খুবই ফলপ্রসু তার কারণ বিজ্ঞান সমেতভাবে, সঠিক শিক্ষাদান পদ্ধতি শেখায়। বিদ্যালয় কেন্দ্রিক পাঠ্যবিষয় বিশ্লেষণে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে কিভাবে শ্রেণী কক্ষে বিশ্লেষণ মোকাবিলা এবং মূল্যায়ণের কৌশল জানা যায়।

  এই আশা করা যায় শিক্ষাবিজ্ঞান আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠদানের ক্ষেত্রে সফলতা সম্ভব।

- **ব্যবহারিক :** তত্ত্বগত বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারিক বিষয়ের প্রয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তত্ত্বগত বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ একটি সঠিক পরিকল্পনা তৈরীতে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের পাঠদান সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক বিষয় প্রয়োগ যেমন কর্মশিক্ষা, বিদ্যালয় সম্প্রদায় আদান প্রাদন, প্রকল্প তৈরী এবং অন্যান্য শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যক্রম য শিশুদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবে সাহায্য করবে তা ভাবা শিক্ষক উদ্যেগ নেবেন।

কর্মতৎপরতা-2

পাঠ্যসূচী নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে নীচেয় বর্ণিত তিনটি উপাদানের জন্য পরামর্শ দিন

- **তত্ত্বগত**.....

  .....

  .....

- **শিক্ষা বিজ্ঞান** .....

  .....

  .....

- **ব্যবহারিক** .....

  .....

  .....

8.4.5 শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভূমিকা

পাঠ্যসূচী নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই স্তরে। তার কারণ তিনি অবিরাম পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন করবেন এই কর্মসূচীর শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে আরও কঠোর ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

নোট

8.4.6 মূল্যায়ন : আপনি এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন যে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে এই উদ্যোগের সফলতার উপর। মূল্যায়ন পদ্ধতি সাহায্য করে বুঝতে কোনো কার্যক্রম কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে সুতরাং মূল্যায়ন ব্যবস্থা কর্মসূচীর আগাগোড়া চালু রাখতে হবে, শুধুমাত্র কর্মসূচীর শেষে নয়। সেই কারনে মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয় প্রথম থেকে পরিকল্পনা নিতে হবে। সেই জন্য আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বাহ্যিক পরীক্ষা পদ্ধতির থেকেও। এই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতির বাহ্যিক পরীক্ষার সাথে চালু করা হয়েছে।

8.4.8 মূল্যায়নের মাধ্যম

মূল্যায়নের কোন মাধ্যমটি ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে মূল্যায়নের জন্য কোন বিষয়টি বেছে নেওয়া হয়েছে তার উপর, মূল্যায়ন বিভিন্ন যা নিম্নরূপ

- বিষয়মুখী প্রশ্ন যা তৈরী করা হবে রচনা ধর্মী, সংক্ষিপ্ত উত্তর ধর্মী - উত্তর করার জন্য কাগজ কলমের প্রয়োজন।
- মৌখিক পরীক্ষা
- সম্পাদিত কর্ম যেমন প্রাকটিস টিচিং, বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ যার পরিমাপ করা হবে চেকলিষ্ট, রেটিং স্কেল এবং পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে।

মূল্যায়ন আভ্যন্তরীন বাহ্যিক অথবা উভয়ের সংমিশ্রনের হতে পারে। নম্বর এর পরিবর্তে গ্রেড ব্যবস্থা চালু করা ভাল। তার কারণ নম্বর অহেতুক শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। এই সামাজিক চাপ কমাবে এবং চাপ মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করবে।

কর্মতৎপরতা-3

আপনি উপরের বিষয় সূচী পাঠ করেছেন, তিনটি প্রশ্ন তৈরী করুন প্রত্যেকটি প্রশ্ন আপনি যা পড়েছেন তার উপর, আপনার প্রশ্ন শুরু করবেন হোয়াট, হোয়াই এবং হাউ দিয়ে। প্রশ্নের উত্তর 200 শব্দের মধ্যে হবে। **হোয়াট**

হোয়াট ❶.....

❷.....

❸.....

হোয়াই ❶.....

❷.....

❸.....

নোট

হাউ ❶.....

❷.....

❸.....

স্তর - 2

8.4.8 যুক্তিগত ভিত্তি

শিক্ষার অধিকার আইন উন্মোচন করেছে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা যা 14 বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সময় শিশুদের মূর্ত চিন্তাভাবনা থেকে বিমূর্ত চিন্তাভাবনা দিকে নিয়ে যায়। এই পরিবর্তিত সময়ে - শিখন পদ্ধতির কৌশলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে তাদের চিন্তাভাবনায় পূর্ণতা আমার সঙ্গে।

8.4.9 পাঠ্যসংক্রান্ত বিষয়সূচী

- ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সূচী যেভাবে তৈরী করা হয়েছে তাতে ভাবী শিক্ষক অনুধাবন করতে পারবে যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ কি চাইছে এবং তা পূর্ণ করতে হবে। এই স্তরে পাঠ্যসূচী। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা - মর্যাদা সমস্যার এবং বিষয় - যা প্রস্তাবিত হয়েছে এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব কিনা।
- শিক্ষণ ও শিখনের মনস্তত্ব সংক্রান্ত পাঠ্যসূচী আপনাকে জানার সুযোগ করে দেবে যে কি ধরনের পদ্ধতি বা কৌশল গ্রহণ করলে শিশুদের শিক্ষা ফলপ্রসু হবে।
- স্বাস্থ্য এবং শারীর শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সূচী আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে কী ধরনের ব্যায়ামের কৌশল গ্রহণ করলে শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা বাড়বে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি খুবই সাহায্য করবে।
- পাঠ্যসূচীতে কাউসেলিং এবং গাইডেন্স এর বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হলে যা শিশুদের যে কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।

8.4.10 প্রশিক্ষণ :

ভাবী শিক্ষক সফলতার সঙ্গে প্রাক-শিক্ষামূলক, শিক্ষামূলোকতার স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। এর জন্য নিম্নে বর্ণিত সক্ষমতার বিষয় আয়ও করতে হবে।

- গবেষণা ভিত্তিক কার্যধারা আপনাকে সমস্যা সমাধানে সামর্থ করে তুলবে।
- প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বিজ্ঞান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষরে জটিলতা বুঝতে সাহায্য করবে।

নোট

আপনাকে শিক্ষা সংক্রান্ত কৌশলের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে। শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করানোর ক্ষেত্রে আপনাকে প্রস্তুত করে তুলবে।

- বিদ্যালয়ে হাতে কলমে শিক্ষা আপনাকে অভিজ্ঞ করে তুলবে এই ধরনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ে কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের মূল্য অনুধাবন করবে এবং হাতে কলমের কাজের গুরুত্ব অনুভব করবে।
- বিদ্যালয়ের মধ্যে নিজেদের মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা একমাত্র মাধ্যম নয়। আপনাকে যোগ্য করে তুলবে সফলভাবে শিশুদের মধ্যে শিক্ষাবিজ্ঞান পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে। শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যবলী সংগঠিত করা আপনাকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা উন্নয়নে সাহায্য করবে এবং এই ধরনের পরিকল্পনা শিশুদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবে। তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক পাঠ্যসূচী আপনাকে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে যোগ্য করে তুলবে।

8.4.11 পাঠ্যক্রম নিষ্পন্ন করা

তত্ত্বগত - বিভিন্ন সুন্দর পরিকল্পিত কর্মপ্রণালী যেমন - বক্তৃতা আলোচনা, সহযোগীতা মূলক পাঠ, প্রয়োগ সংক্রান্ত এবং বাহ্যিক প্রকাশ কৌশল, স্বগঠন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক মহাশয়রা বিভিন্ন ধরনের কৌশল এবং পাঠদান সংক্রান্ত উপকরণ, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, ভ্রমণ এবং বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। শিশু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। পাঠক্রম নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে শিশুদের প্রয়োজনের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

শিক্ষা বিজ্ঞান : শিখন ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, কার্যক্রম নিষ্পন্ন করার সময় এমন কৌশল নিতে হবে যা স্বগঠন ক্ষমতা, আত্ম উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। তারা খুব কমই চাইবে ভাবী শিক্ষকদের অংশগ্রহণ। পুরো বিষয়টি হবে এক পেশে। এমন কী সহযোগীতামূলক পাঠেও শিখন সংক্রান্ত কর্মপ্রণালী হবে বক্তৃতার মাধ্যমে। যদিও আপনি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক কর্মপ্রণালীর বিষয়ে অনুশীলন করেন নি। উপরে বর্ণিত কৌশল ভাবী শিক্ষক অনুশীলন করবেন তার নিজের ছাত্রদের জন্য।

অনুশীলন শিক্ষণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ খুবই দুর্বল যোগসূত্র, যদিও এই ব্যবস্থা সঠিকভাবে সংগঠিত করা যায় তা হলে এই বিষয়টির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। পাঠ্যক্রম নিষ্পন্ন করার পদ্ধতি আরো উন্নতি ঘটাতে হবে এবং আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা বিজ্ঞান দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ শিক্ষকদের পাঠদান করার ক্ষেত্রে আরও যোগ্য করে তুলবে। শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষকরা যে মডেল ডেমস্ট্রেশনের মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে যে পাঠদান করবেন তার উন্নতি ঘটবে যদি কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তত্ত্বাবধানে করানো যায়।

নোট

অনুশীলন / ব্যবহারিক কার্য : কর্মশিক্ষা ব্যবহারিক কার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ এর ব্যবহার চারিত্রিকগুণ বিকাশে সাহায্য করবে। বিদ্যালয়ের সাহায্য এবং সম্প্রদানের মধ্যে আদান প্রদান শিক্ষককে বিভিন্ন পাঠদান সংক্রান্ত কৌশল গ্রহণেসাহায করবে।

শিক্ষককে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলী সংগঠিত করবেন। তার এই ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী কিভাবে সংগঠিত করার জন্য কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় তা শিখবেন। এই ধরনে কার্যাবলী শিশুর মত প্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং অবশ্যই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাবে। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কিভাবে শিখন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত অতিরিক্ত উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

8.4.12 শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকরা ভাবী শিক্ষকের দৈহিক, সামাজিক, আবেগজনিত, সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়ন সহজ করে দেবেন। তাদের সৃষ্টিশীল এবং গঠনমূলক কাজের সম্ভাবনা সযত্নে লালন করা প্রয়োজন। অনুশীলন সংক্রান্ত কার্যাবলী এই লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। তাই এই ধরনের কার্যাবলী অবিরাম সংগঠিত করতে হবে। শিক্ষকের ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্থীর উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলবে। পাঠক্রম সম্পন্ন করার কৌশল হিসেবে শিক্ষক অবশ্যই পাঠদানের সময় লক্ষ্য রাখবেন যে শিখন প্রক্রিয়া অবশ্যই যেন অংশগ্রহণমূলক, সহযোগীতামূলক কর্মকান্ড কেন্দ্রিক এবং আনন্দদায়ক হয় যাতে ভাবী শিক্ষক-শিক্ষণ অনুশীলনে এই ধরনের রূপান্তর প্রবর্তন করতে পারেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ দৃঢ়ভাবে মনে গেথেদেয় পেশাগত দায়বদ্ধতা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষককে নির্দিষ্ট অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য চিন্তাশীল করে।

8.4.13 মূল্যায়ন

এই স্তরে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলবে অবিরাম এবং তা হবে গঠনমূলক এবং সর্বাত্মক যা শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটাবে। সুপরিকল্পিত মূল্যায়ন শিক্ষককে শিখন প্রক্রিয়া সঠিক কৌশল গ্রহণে সাহায্য করবে এবং পাঠক্রম প্রক্রিয়া সঠিক কৌশল গ্রহণে সাহায্য করবে এবং পাঠক্রম প্রক্রিয়ায় বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করবে।

শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে পূর্বের প্রাথমিক স্তরের কোন ভিন্নতা নেই। যে ধরনের বিষয় পূর্বের প্রাথমিক স্তরে প্রয়োগ করা হত বর্তমান স্তরেও একই ধরনের বিষয় প্রয়োগ করা হয়।

8.4.13 মূল্যায়নের মাধ্যম

পাঠক্রম সম্পন্ন করার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে যে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৈধ এর বিশ্বস্ত উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে যার সঙ্গে আপনি ইতি পূর্বে পরিচিত হয়েছেন।

.

নোট

কর্মতৎপরতা-4

দুটি স্তরের প্রাথমিক শিক্ষার তুলনা করুন কমপক্ষে পাঁচটি পয়েন্ট দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

8.5 প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল একীভূত মডেল সহ

শিক্ষা কমিশনে (1964-66) উল্লেখ করেছিল নতুন পাঠ্যসূচী প্রয়োন বিশেষ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যার উন্নতি বিধান হওয়া উচিত (কোঠারী 1966, Act-4.26 পৃষ্ঠা - 136) ফলপ্রসু শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনে উদ্ভাবনীমূলক হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি জটিল বিষয়।

প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যসূচীর পরিকল্পনায় তিনটি স্পষ্ট সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় যা নীচের চিত্রনের সাহায্যে তুলে ধরা হল -

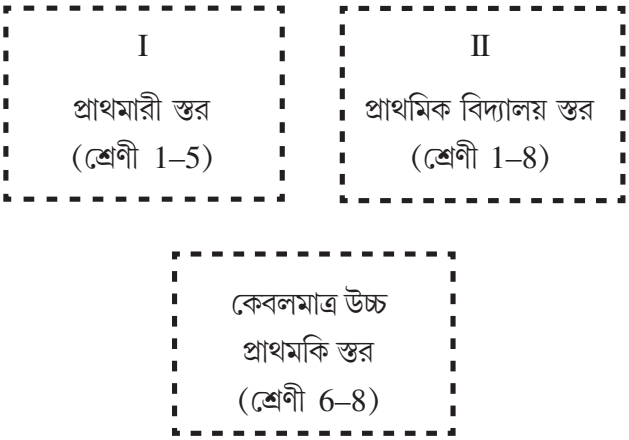

চিত্র 8.4

UEE র প্রয়োজনে জাতীয় পাঠক্রমের মূল কাঠামো শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য (NCFTE), 2009-10 সুপারিশ করেছে প্রাইমারী ও প্রাথমিক স্তরের জন্য পৃথক পাঠ্যসূচীর ব্যবস্থা (পূর্বের উপ-একক এ যা আপনি ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন)। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলনামূলক ভাবে সংখ্যায় কম (প্রায় 1.76 লক্ষ্য) প্রাথমিক বিদ্যালয় (5.98 লক্ষ) এর তুলনায়।

নোট

রিট্রিভড ফ্রম http://www.nctcIndia.org/pub/curr/curr.htp#26 on 17th August 2011.

8.5.1 সাম্প্রতিক প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মর্যাদা

ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টার এডুকেশন (ডি.এল.এড)

শিক্ষার্থীদের জন্য উপাধিপত্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে যারা বিদ্যালয়ে 12 বছরের সূচী শেষ করেছে এবং যার প্রাথমিক শিক্ষক হতে চায়। এই পাঠসূচীর সময়কাল 2 বছর এবং অতিরিক্ত 6 মাস হাতে কলমে শিখতে হবে। পাঠক্রম তিনটি উপাদান গঠিত এবং যা নিম্নরূপ।

1. তত্ত্বগত : ডি.এল.এড পাঠক্রমে নয়টি পেপার নিয়ে গঠিত হবে। প্রথম বছর ডি.এল.এড এর জন্য আটটি পত্র এবং দ্বিতীয় প্রত্যেক পত্রের জন্য অনুশীলনীর সুযোগ থাকবে।

2. অনুশীলন : যে কার্যক্রম নিয়ে গঠিত সেগুলো হল খুব ক্ষুদ্র পরিসারে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অনুশীলন শিক্ষাদান, সমাজসেবা, দান, কলা, এবং শরীর শিক্ষা।

3. হাতের কলমের শিক্ষাদান - এটা বিভিন্ন ধরনের শিখন প্রক্রিয়ার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। ছয় মাসের সময়কালীন অবস্থায় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিখন প্রক্রিয়া উৎকর্ষ বিধান সম্ভব।

8.5.2 প্রাথমিক সিক্ষক প্রশিক্ষনের উন্নতি ঘটানো।

শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র সেখানে বিভিন্ন বিষয় এর সংমিশ্রনে যে জ্ঞান তৈরী হয় তা শুধুমাত্র কয়েকটি মূল বিষয় এর উপর প্রয়োগ করাই নয়, এটি এমন একটি বিষয় যেখানে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে। মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান একটি নিদিষ্ট সময়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগ এ উন্নীত হয় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিশু শিক্ষা অবহেলিত থেকে যায়।

ডি.এড.পাঠ্যসূচীর বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাতে বিদ্যালয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপলব্ধির উন্মোচন সম্ভব হয়। এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, এই বিষয়ে চালু উদ্দোসগুলো হল NCF 2005, RTE 2009, মানবাধিকার এবং শিশুর অধিকার, মৌলিক কর্তব্য, অংশগ্রহণ মূলক শিখন প্রক্রিয়া প্রভ;তি। নতুন যে বিষয়গুলো অন্তভুক্ত করার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় মড্যুলার দৃষ্টিভঙ্গী, শিখনের দক্ষতা পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রশিক্ষণ কৌশল বিষয়ে, উপকরণের উন্নতিসাধন, প্রাসঙ্গিকত প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রভৃতি অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকের ভূমিকার কথা মাথায় রেখে পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধরণের বিষয় অন্তর্ভুক করা হয়েছে।

নোট

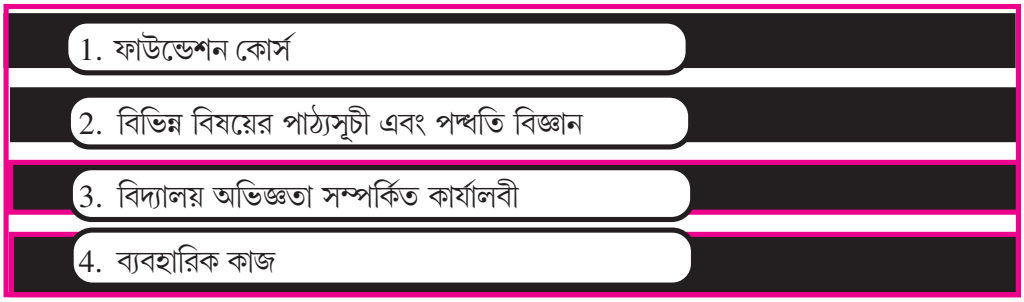

চিত্র - 8.5

শিক্ষা অনেক বিষয়ে সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সত্যিই এর মূল শিকড় গড়ে উঠেছে দর্শন, মণস্তত্ব এবং সমাজবিদ্যা থেকে। শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে, এই বিষয়গিুলো সম্পর্ক্যে ধারনাশক্তি বাড়াতে হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন বিষয়ে এদের প্রয়োগ-যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়সূচী অন্যতম কাজ হচ্ছে ভাবী শিক্ষককে শিক্ষণ ও শিখন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সমস্যাগুলো অণুধাবন করতে শেখায়। এটা মনে করা হয় যে এই বিষয়ুগুলো পাঠ্যসূচীতে অন্ত:ভুক্ত করা অর্থ হল সঠিক ভাবে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

ডি.এল.এড পাঠ্যসূচী তৈরী করার ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে উদ্যেগ নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক অর্থবহ। বিদ্যালয় শিক্ষা উৎকর্ষের ক্ষেত্রকে এ উদ্যেগ বহুদুর পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে।

8.5.3 নতুন মডেল এর প্রয়োজনীয়তা

প্রাথমিক শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পর প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে বিভিন্ন কারণের জন্য কিন্তু দেশের উন্নয়নে এদের গঠনমূলক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় তাই জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এই বিষয়টির অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

+2 প্রবেশের স্তরে ভাবী শিক্ষকের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না যার ফলে প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর মত যোগ্যতা তাদের থাকে না, নির্দিষ্টভাবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠদানের ক্ষেত্রে স্বল্পসময়ের প্রশিক্ষণ তাদের শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রকৃত ধারনা তৈরী করতে পারে না। যার ফলে শিক্ষকরা শিশুদের সামাজিক মন:স্তাত্বিক বিষয়টি অনুধাবন পাঠ প্রক্রিয়া সম্পাদনে ব্যর্থ হয়।

পূর্বের পাঠক্রম যে পথ নির্দেশ দিয়েছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের স্তর নির্দেশিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে নি। পাঠক্রম 1998 অবশ্যই ব্যতিক্রমী ছিল এবং যা প্রশংসার দাবী রাখে। ইহাই প্রথম স্তর ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কথা বলে। DIET এর প্রতিষ্ঠাই জাতীয় স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আপনি ইতিপূর্বে জেনেছেন NCTE কর্তৃক প্রকাশিত দি কারিকুলাস ফ্রেমওয়ার্ক ফর কোয়ালিটি টিচার এডুকেশন (1998) এবং অ্যাপ্রোচ পেপার ফর এলিমেন্টারী টিচার এডুকেশন কারিকুলাম রিন্যুয়াল (2003) যেখানে বৃহতর প্রেক্ষাপটে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা আছে।

নোট

প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্য শিক্ষক এর বিষয়টি সাম্প্রতিককাল পর্য্যন্ত স্বীকৃতি ছিল না। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক প্রস্তুতি করণের নির্দিষ্ট যে ব্যবস্থাছিল তা অনেকটা শিক্ষক শিক্ষাদাতা হিসেবে দেখা হত। বি.এড প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য এম.এড ছিল মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের পেশাগত যোগ্যতার উন্নতি ঘটাতে পারবেন এম.এড করে। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত এম.এড বিভাগে কর্মরত শিক্ষকদের দ্বারা। বর্তমানে অনেক রাজ্যে এম.এড প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়, তারা মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত। প্রাথমিক সিক্ষায় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকার জন্য তারা শুধুমাত্র শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকলেও অন্যান্য কাজগুলো সম্পন্ন হচ্ছে যে সমস্ত ব্যক্তির দ্বারা যারা মাধ্যমিক স্তরের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

তাই আপনি জানেন শিক্ষক শিক্ষায় বিষয়টি উন্নতি ঘটাতে হবে প্রবেশের যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করে।

8.5.2 নতুন উদ্যোগ

- **পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানানসই উদ্ভাবনী পাঠ্যসূচী**

  অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে শুরুতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি ডিগ্রি অর্জনের কর্মসূচীর সমতুল ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মর্যাদা সম্পন্ন পেশাগত সংস্থার তত্ত্বাবধানে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

  জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া কিছু উদ্ভাবনী পাঠ্যক্রম শুরু করেছিল নির্দিষ্টভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় এম.এড।

  TISS মুম্বাইতে প্রাথমিক শিক্ষায় এম.এড পাঠক্রম চলছে।

- **স্নাতকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় এক বছরে B.Ed পাঠক্রম।**

  এক বছরে B.ED (প্রাথমিক স্তর) পাঠক্রম দুবছরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমের সমতুল্য যা উৎসাহিত করবে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি উন্নতস্তরে নিয়ে যেতে।

- **প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণে স্নাতক ডিগ্রি (B.Ei.Ed) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি 4 বছরের পেশাগত ডিগ্রির সংক্রান্ত কর্মসূচী**

দি ব্যাচেলার অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন (B.EI.Ed) কর্মসূচী হল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পেশা গত ডিগ্রি যা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষনের জন্য দেওয়া হয় এবং এখানে ভর্ত্তী হতে হয় দ্বাদশ শ্রেণী পাস করার পর।

এটি একটি দ্বিভাষিক কর্মসূচী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের অথীনে MACESE (মৌলনা আজাদ সেন্টার ফর এলিমেন্টারী অ্যান্ড সোসাল এডুকেশন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে) 1994-95 এই কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষায় পেশাদার যোগ্য শিক্ষক তৈরী করা যারা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, মানব উন্নয়ন, শিক্ষা বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান এবং যোগাযোগ দক্ষতার অধিকারী হবে।

নোট

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে B.Ed.Ed কর্মসূচী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই কর্মসূচী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমানে এই পাঠ্যক্রম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় আটটি মহিলা কলেজে চালু আছে। 1998 থেকে প্রায় নিত হাজারেও বেশী শিক্ষার্থী এই ডিগ্রি অর্জন করেছে। যোগ্য প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে এদের মধ্যে অনেকেই সরকারী এবং বে-সরকারী বিদ্যালয়ে কর্মরত আছে। বাকীরা স্নাতোকোত্তর শিক্ষায় এর শিক্ষা বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভাষা, ইতিহাস, সমাজসেবা, সমাজবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণায় যুক্ত আছে, এই কর্মসূচীর অনেক স্নাতকম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় রত আবার অনেকে শিক্ষকতায় যুক্ত। B.El.Ed পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষক প্রশিক্ষণের উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন স্নাতক তৈরী করা। শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে তারা পরিবেশপোযোগী হয়ে উঠতে পারে।

পেশাদার এবং শিক্ষা সম্পর্কিত বেছে নেবার বিষয় শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় যারা B.El.Ed ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শ্রেণী (1–8)
এম.সি.ডি/এন.ডি.এম.সি/সর্বোদয বিদ্যালয়, দিল্লী,
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় এবং বেসরকারী বিদ্যালয়

বিভিন্ন কর্মক্ষমতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার অগ্রগতি

প্রাথমিক শিক্ষায় গবেষণা এবং শিক্ষকতা
বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী সেক্টরএ

শিক্ষা এবং এই সম্পর্কিত বিষয়ে স্নাতোকোত্তর এবং গবেষণা

রাজ্য সরকাররের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে
কর্মরত। কলেজগুলো প্রাথমিক/মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

একটি স্তর থেকে অন্যস্তরে প্রবেশের জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম।

- উত্তরপ্রদেশ সরকার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে যেখানে B.Ed উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা BTC তে অংশগ্রহণ করে প্রাথমিক বিদ্যলয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ্যতা অধিকারী হবে। এই কর্মসূচীর সময়কাল ছয় মাস

নোট

নতুন মডেল এ পরিবর্তিত হবার পর যা শেষ করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে-ধরা যাক পাঁচ বছর - মনে রাখতে হবে এই সময় প্রয়োজন ভাল শিক্ষক তৈরী করার জন্য।

যদিও বর্তমান দুবছর D.Ed কোর্স 12 বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ হবার পর ভর্ত্তী হওয়া যেত তাও চালু থাকবে এবং এই ব্যবস্থাকে আরও অর্থবহ এবং প্রাসঙ্গিক করতেহবে।

8.6 শিক্ষক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি

অনেক ক্ষেত্রে হিসেবে পেশা বেছে নেবার সময় এরকম চিন্তায় পৌছাঁয় যে যে এরকম ভাবে নি। সে সব থেকে ভাল পথটি বেছে নেবে। কিন্তু কীভাবে সে এই সিদ্ধান্ত নেবে? আপনি অনেক সময় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে উভয় সংকটে পড়েন। কীভাবে আপনি সঠিক পথটি বেছে নেবেন। কিছুক্ষণের জন্য ভাবুন।

মনে করুন এখন চিন্তাশীল অবস্থায় আছেন, হ্যা চিন্তাশীল অবস্থাই আপনাকে সঠিক পথ বাছতে সাহায্য করবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কেও আপনাকে চিন্তাশীল করবে। এবং এই চিন্তাশীল চর্চ্চা আপনার কর্মক্ষেত্রে উন্নতি বিধানে সাহায্য করবে।

আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষকরাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তারাই প্রথাগত চর্চ্চায় বিষয়ে বিভিন্ন কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করবে। তারা অবিরাম তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং শিক্ষন ও শিখন বিষয়েও আর চিন্তা শক্তি সম্প্রসারিত করবে যাতে সে প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে। এটি একটি সচেতন প্রচেষ্টা।

8.6.1 চিন্তাশীল কাজের অর্থ

নিম্নের সংজ্ঞা চিন্তাশীল (reflection) সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করবে।

- "রিফ্লেকশন (Reflection) একটি শ্রেণীগত নাম যা বৌদ্ধিক এবং কোন কার্যক্রম সম্পর্কে ভাবনা সৃষ্টি করে যার দ্বারা কোন ব্যক্তি নতুন ধারনাশক্তি বৃদ্ধি করে" বৌউড এবং ওয়াকার (1985).

চিন্তাশীল (Reflective) কর্মকান্ড

- এই পদ্ধতি শিক্ষার্থী যা শিখেছে তার উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে
- ভাবনা এবং কর্মকান্ডের বিষয়কে সুক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে পরিবর্তন আনাতে সাহায্য করে।
- কারুর কর্মকান্ডের সমালোচনা মুলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্যের কর্মকান্ডর দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটানো।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি

- কোন কর্মপ্রক্রিয়া সমালোচনার আঙ্গিকে পর্যালোচনা করে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখবেন। এর প্রভাব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন ভবিষ্যতে একই ধরনের কর্মপ্রক্রিয়ায় কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

নোট

- যে কোন কর্মপ্রক্রিয়ায় গভীর চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। আমাদের এই বিষয়ে একজন শিক্ষক ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তার পাঠদান বিষয়ে।

8.6.2 শিক্ষাবিদরা রিফ্লেকশন এর বিষয়ে কি বলছেন।

এই চিন্তশীল প্রক্রিয়ায়, কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তি আত্মপর্যবেক্ষণ, আত্মমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিজের কর্মপ্রক্রিয়ায় সম্পর্কে ধারনাশক্তি তৈরী করবে (ব্রুকফিল্ড, 1995 ফিয়েল 1999)

চিন্তাশীল প্রক্রিয়ার লক্ষ্য কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সমস্যা অথবা শুরুতে কোন প্রশ্নের সংজ্ঞার বিষয় নিম্নে আলোচনা করা। কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত ব্যক্তি গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন (ক্যাংহ্যাম 2001)

এই প্রক্রিয়ায় সংঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বাহ্যিক পর্যবেক্ষণকারী হিসেবে বিষয়টির প্রেক্ষিত জানার চেষ্টা করবেন এবং চিহ্নিত করার চেষ্টা করবেন যে বিষয়টি সম্পর্কে ভাবনা এবং অনুমানের কারণ কী। এবং চেষ্টা করুন জানতে যে অনুমান এবং ভাবনা কীভাবে আপনার কর্মপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে।

8.6.3 চিন্তাশীল প্রক্রিয়ার উৎপত্তি

জন ডিউই প্রথম শিক্ষাতাত্ত্বিক সুপারিশ করেছিলেন যে শিক্ষকরা চিন্তাশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের কর্মপ্রক্রিয়ার উন্নতি বিধান করতে পারে। ডিউই (1993, পৃষ্ঠা - 118) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে চিন্তাশীল প্রক্রিয়া ''সক্রিয় অধ্যবসায়ী এবং যে কোন চিন্তা ভাবনা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তবেই কোন বিষয় সম্পর্কে উপসংহারে উন্নীত হয়''।

যে কোন ধরনে চিন্তাশীল প্রক্রিয়া একটি সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী এবং যা শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের ক্ষেত্রে উদ্ভত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। তিনি চিন্তাশীল প্রক্রিয়ার তিনটি মূল উপাদানের কথা বলেছেন: খোলামন, দায়িত্বজ্ঞান, সর্বাত্মকরণ।

ডিউই মত অনুসারে

- **খোলা মন :** শিক্ষক মহাশয় সমস্ত দিক নজর রাখবেন। দেশে কোথায় কি ঘটছে, তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করবেন এক কথা জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি সব সময় চেষ্টা করবেন।
- **দায়িত্বজ্ঞান :** শিক্ষক মনে রাখতে হবে যে তার শিখেন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর উপর প্রভাব পড়বে এবং সেই কারণে তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের জন্য সচেষ্ট থাকবে। যাতে শিক্ষার্থীরা নির্ভুল শিক্ষালাভ করতে পারে।
- **সর্বাত্মকরণ :** এর অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষক তার কর্মপ্রক্রিয়া শুরু করবেন উৎসাহের সঙ্গে। কৌতুহল এবং উৎসাহ উভয়ই ভাল পাঠদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি আমরা আমাদের

নোট

কর্মতৎপরতায় পুরো মাত্রায় আত্ম নিয়োগ না করতে পারি তাহলে আমরা আশানুরুপ ফল পাব না। সর্বতামকরণের আরও একটি অর্থ হল পূবে বর্ণিত দুটি দৃষ্টিভঙ্গী খোলামন এবং দায়িত্বজ্ঞান আমাদের জীবনের সাথে সর্বদা যুক্ত করতে হবে এবং নিয়মিত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যা পূণমূল্যায়ণ করতে হবে এবং যার প্রভাব শিক্ষার্থীদের উপর পড়বে।

8.6.4 চিন্তাশক্তি অনুভব সহ অভিজ্ঞতা

বউড, কেওগ এবং ওয়াকার (1985) বলেছেন চিন্তাশক্তি একটি কর্মপ্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতাকে পুন:মূল্যায়ন করে, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে, ভাল করে বিবেচনা করে এবং মূল্যায়ন করে।

তারা চিন্তাশক্তির তিনটি দৃষ্টিকোনের কথা বলেছেন যা হল অনুভূতি যুক্ত চিন্তা প্রক্রিয়া।

- **অভিজ্ঞতায় ফিরে আসা :** বিস্তৃত প্রধান ঘটনাগুলো পুনরায় মনে করা
- **অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া :** যে অনুভুতি গুলো সাহায্য করছে সেগুলো গ্রহণ করা, যেগুলো অন্তরায় হচ্ছে তাকে পরিহার করা।
- **অভিজ্ঞতার পুনমূল্যায়ণ :** অভিজ্ঞতার পুন:মূল্যায়ন করা নিবিষ্ট এবং বিদ্যামান জ্ঞানের আলোকে এবং নতুন জ্ঞান ধারনাবাদের মূল কাঠামোয় একীভূত করতে হবে।

8.6.5 চিন্তাশক্তি প্রক্রিয়ায় আধুনিক ধারনা

ডোনাল্ড সুচন (1983) কর্মপ্রক্রিয়ার ভিত্তিতে জ্ঞান এই বাক্যটি চালু করেন। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া আমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহন ঘটবে। এটি কর্মপ্রক্রিয়া নামে পরিচিত। এটা লক্ষ্য করা যায় আমাদের কর্ম সম্পাদানের সময়। কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে মৌখিকভাবে প্রকাশ করি না। এই সুপ্ত জ্ঞান আমরা গবেষণার এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আহরণ করি। প্রত্যেক চিন্তাশক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদান পেশাগতজ্ঞান বৃদ্ধি করে।

তিনি ব্যাখা দিয়েছেন চিন্তাশক্তি প্রক্রিয়অর তিনটি মূল দৃষ্টিকোণ আছে!-কর্মপ্রক্রিয়ায় চিন্তাশক্তি, কর্মপ্রক্রিয়ার উপর চিন্তাশক্তি, কর্মপ্রক্রিয়ার জন্য চিন্তাশক্তি।

- **কর্মপ্রক্রিয়ায় চিন্তাশক্তি :** চিন্তাশক্তির ঘটনা ঘটে কোন কর্মপ্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। এই চিন্তা করতে শেখায় আমরা কি করছি এবং কখন আমরা করছি এই আঙ্গিকে। তিনি মনে করেন এটি একটি মূল উপাদান যা দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়া চিন্তা করতে শেখায় প্রচলিত অবস্থাকে পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষকের সচেতনতা বৃদ্ধি করে শিখনের উপকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।
- **কর্মপ্রক্রিয়ায় উপর চিন্তাশক্তি :** এই প্রক্রিয়া কর্মপ্রক্রিয়া শুরু এবং শেষের অভিজ্ঞতার উপর

নোট

গুরুত্ব আরোপ করে। এই প্রক্রিয়া পরামর্শ দেয় আপনার কর্মপ্রক্রিয়ার সফলতা এবং ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করুন।

- **কর্মপ্রক্রিয়ার জন্য চিন্তাশক্তি :** এই প্রক্রিয়ার চিন্তাশক্তি দ্বারা জ্ঞান আহরণের পর ভবিষ্যতের কর্মপ্রক্রিয়ার উপর কিভাবে তার প্রভাব পড়বে। এই প্রক্রিয়া সুপারিশ করে পাঠদান প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকার।

কর্মতৎপরতা-6

কমল A চিন্তাশক্তির মূল দৃষ্টিকোন এবং কমল 'B' বিভিন্ন বর্ণনা/উদাহরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে কলম Aর সম্পর্কে B উদাহরণ, বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

কলম – A	কলম – B
কর্মপ্রক্রিয়া চিন্তাশক্তি	অনুশীলনী এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে পাঠ পরিকল্পনা
কর্মপ্রক্রিয়ায় উপর চিন্তাশক্তি	পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রে মূল্যায়ন
কর্মপ্রক্রিয়ার জন্য চিন্তাশক্তি	প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারনাশক্তি সম্পর্কে জানা এবং সেই মত পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা
	পরের ক্লাস এর পূর্বেই পাঠদান বিষয় পরিবর্তন অথবা সংস্কার করা।

8.6.6 জিচনার এবং লিসটনের চিন্তাশক্তি প্রক্রিয়ায় পাঠদান সম্পর্কে মডেল-

জিচনার এবং লিসটনের মডেলের শিক্ষকের কর্মপ্রক্রিয়ায় পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন-

1. পরীক্ষা, কাঠামো এবং শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে উভয়সংকট অবস্থার সৃষ্টি হলে তার সমাধান করা
2. তিনি যে বিষয়টি পাঠদানের জন্য উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকবেন
3. যে বিষয়টি পাঠদানের জন্য উত্থাপন করেছেন তার প্রতিষ্ঠানিক এবং সংস্কৃতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে মনোযোগ থাকবে
4. পাঠসূচীর উনয়নের অংশগ্রহণ করবেন
5. নিজের পেশাগত কাজের উন্নয়ন সম্পর্কে দায়িত্ববোধ থাকবে।

নোট

জিচনার এবং লিসটন (1996) চিন্তাশক্তি সংক্রান্ত শিখন প্রক্রিয়া পরীক্ষা করেছেন এবং এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হল শিক্ষা সংক্রান্ত সামাজিক দক্ষতা, উন্নয়ণবাদী, সামাজিক পুনর্গঠনবাদী, এবং প্রকৃত ঐতিহ্য। তাঁরা উল্লেখ করেছেন। ''প্রত্যেকটি ঐতিহ্য (ব্যতিক্রম সহ) শিক্ষক চিন্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

- **শিক্ষা সংক্রান্ত ঐতিহ্য :** গুরুত্ব আরোপ করে পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত বিষয়ে কিভাবে শেখানো হচ্ছে, কিভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে, কিভাবে শিক্ষার্থীদের ধারণাশক্তির দিক থেকে বিশ্লেষণ করে পাঠ্য বিষয়টি কিভাবে শ্রেণী কক্ষে সম্বন্ধ হচেছ।
- **সামাজিক দক্ষতা :** শিক্ষক পাঠদানের সময় পদ্ধতি বিজ্ঞান কতটা মান্য করেছে এবং পাঠদান প্রক্রিয়ায় গবেষণা বন্ধ বিষয় কতখানি।
- **উন্নয়ন বাদী :** এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের পটভূমিকা আগ্রহ, চিন্তাশক্তি, উন্নয়ন এবং শিক্ষার স্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
- **সামাজিক পুর্ণগঠনবাদী :** এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট শ্রেণীকক্ষে মূল্যায়ন পদ্ধতি হবার দ্বারা সাম্য ন্যায় বৃদ্ধি করা যায় এবং বিদ্যালয়ে সমাজে মানবিক অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষক মহাশয় অবশ্যই সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং প্রতিষ্ঠানিক বিষয়ে সচেতন থাকবেন এবং তার প্রভাব ক্লাস রুমে শিক্ষক মহাশয়রা শিক্ষার্থীদের জীবন ধারনের মান সম্পর্কে অবগত থাকবেন।
- **প্রকৃত ঐতিহ্য :** এই প্রক্রিয়ায় গুণগত মানের দিকে না তাকিয়ে শিক্ষক পাঠদান করবেন। ভাল পাঠদান পদ্ধতি সকল পদ্ধতিরই মিশ্রণ থাকবে যেমন বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের চিন্তনশক্তি, ধারনা শক্তি গবেষণা সম্পর্কিত শিখন কৌশল এবং পাঠদানে সামাজিক প্রেক্ষিত এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাঁর আর যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলো হল-

- যদি শিক্ষ মহাশয় লক্ষ্য, মূল্য, ভাবনা, প্রভৃতি যে বিষয়টি তিনি ক্লাসে পড়াচ্ছেন সেগুলো নিয়ে যদি প্রশ্ন না করেন তাহলে চিন্তাশক্তি প্রক্রিয়াটি ফল প্রসূ হবে না।
- এই প্রক্রিয়া সব সময় উদ্দেশ্য লক্ষ্য পাঠদানের বিষয় নিয়ে জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে।
- এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষককে আরও বেশী করে গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে এই কারণে তিনি শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষার্থীকে পাঠদানের ক্ষেত্রে উচ্চস্তরে পৌঁছতে হবে।
- এই প্রক্রিয়া অবশ্য গণতান্ত্রিক এবং আত্ম সমালোচনামূলক।

নোট

8.6.4 চিন্তাশক্তির পদ্ধতি

আপনার আপনার মনে নির্দিষ্ট ঘটনার রেকর্ড করে রাখবেন। আপনি নিম্নলিখিত ভাবে এই রেকর্ড করবেন।

- **বিবরণ ধর্মী :** কোন একজন ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গল্প লিখেছেন। যেটা ব্যক্তিও পেশার উন্নয়নে যোগসূত্র রচনা করবে।
- **চিন্তাশক্তি ধর্মী জার্নাল :** অভিজ্ঞতা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিক্রিয়া যা অপর কোন অভিজ্ঞতা সাথে যোগসূত্র করে শিখন গড়ে উঠবে নির্দিষ্ট একটি অবস্থা থেকে। এটাও রেকর্ড করতে হবে যে আপনি কি শিখতে চান এবং আপনি লক্ষ্যে কতটা সফল হয়েছেন।

কর্মতৎপরতা-7

একটি রচনা লিখুন বিষয় ''চিন্তাশক্তি প্রক্রিয়ায় প্রয়োগকারী হিসেবে।

(15-20 বাক্যের মধ্যে)

....

....

....

....

....

8.7 সংক্ষিপ্তসার

এই এককে আমরা পাঠ করেছি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিজ্ঞান ন্যাশনাল কারিকুলার ফ্রেম ওয়ার্ক 2005 এর নির্দেশ মেনে। মূল বিষয় ছিল কর্মযোগদানের পূর্বে এবং কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর বিষয়।

NCFTE 2009-10 যে বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেছে সেগুলো হল প্রাথমিক স্তর (1-4) এলিমেন্টারী স্তর (1–8) এ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং যুক্তিগত ভিত্তি, পাঠ্যসূচী, প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম নিষ্পন্ন করা, মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের টুলর্স্।

আমরা প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়ে বিভিন্ন মডেল নিয়ে আলোচনা করেছি কি করে মডেলের উন্নতি সাধন করা যায়, এবং নতুন উদ্যেগ নেওয়া হল। কিন্তু সমস্ত উদ্যেগ ব্যর্থ হবে যদি শিক্ষক

নোট

মহাশয়রা অনুশীলনের সময় এগুলো গ্রহণ না করে। সেই কারনে চিন্তাশক্তি সংক্রান্ত শিক্ষক প্রয়োজন। তাই এই বিষয়টি এই এককে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (TET) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষকপদে যোগদানের জন্য আমরা বিষয়টি জানব কিভাবে এটা পরিচালিত হয়।

8.8 পরিভাষা/সংক্ষিপ্ত নাম

- Praxis - ব্যবহারিক দিক এবং কিছু বিষয়ের প্রয়োগ যেমন পেশাগত দক্ষতা যা তত্ত্বকে বিরোধীতা করে।

8.9

- Approach paper for elementary teacher education curriculum renewal (2003) NCTE, New-Delhi, India
- Boud, D. Keogh, R. Walker, D, (1985) *Reflection : Turning experience into learning.* London : Kogan page
- Curriculum Framwork for quality Teacher Education (1998) NCTE,
- Dewey.J.(1993) *How we think. A restalment of the relation of reflective thinking to the educative process (Revired edn.),* Boston: D. C. Heath.
- Kenenth M. Zeichner and Daniel P. Liston in *Reflective Teaching : an introduction.*
- Kotahari, D.S. (Chairman) (1996) *Report of the Education Commision 1964-66.* Govt. of India, New Delhi.
- MHRD (1986) *National Policy on Education 1986.* Govt. of India, New Delhi
- MHRD (1992) *National Policy on Education 1986: Programme of Action.* Govt. of India, New Delhi
- National Curriculum Framework for Teacher Education (2009) NCTE, New-Delhi, India.
- Schon, DA. (1983) The reflective practitio Temple smith : London
- http://indg.in/primaryeducation/teacherscorner/national_curriculu-for-teacher-

নোট

education.pdf retrieved on 10.08.2011.

- http://www.indg.in/primaryeducation/policiesandschemes/rte_ssa_final_report.pdfretrieved on 8.8.2011
- http://www.nctc-india.org/pub/curr/curr/htp//26retrieved on 12.08.2011
- http://www.ucdoer.ie/index.php/Defining_Reflective_Practice
- http://www.resource,scalingtheheights.com/Schon%20and%Reflective%20Practice.htm
- http://www.infed.org/biblio/b-reflect.htm.

8.10 একক পরিসমাপ্তি অনুশীলনী

NCF 2005 এবং NCFTE 2009 - 10 এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে কি পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছেন? 300 শব্দের মধ্যে বর্ণনা করুন।

একক - 9 পিছিয়ে পড়া শিক্ষার প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতি

নোট

গঠন/কাঠামো

9.0 – সূচনা

9.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

9.2 – শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে অর্ন্তভুক্তি এবং ধরে রাখার বিষয়

9.2.1 – তপশিলি জাতির শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা

9.2.2 – তপশিলি উপজাতির শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা

9.2.3 – বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা

9.2.4 – ভৌগলিক অবস্থানগত শিক্ষায় শিক্ষা

9.2.5 – শহরাঞ্চলের বঞ্চিত শিশুর শিক্ষা

9.2.6 – রোজগার করা শিশুর শিক্ষা

9.2.7 – সংখ্যালঘু শিশুর শিক্ষা

9.3 – শিক্ষা বিষয়ক সহায়িকা

9.4 – অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা

9.4.1 – আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

9.4.2 – অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা

9.4.3 – শ্রেণীকক্ষে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা

9.5 – বিদ্যালয়ে শিশুর অধিকার রক্ষা

9.6 – বিষয়গুলির একত্রীকরণ

9.7– পাঠের জন্য প্রস্তাবাবলী ও নির্দেশনামা

9.8 – একক শেষের অভিজ্ঞতা

9.0 ভূমিকা

বিদ্যালয় শিক্ষায় সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গৃহের পরিবেশ থেকে ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয় পরিবেশ

নোট

আসে এমন ধরনে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসে যারা ইন্টারনেটের সুবিধা গ্রহণ করছে। এমন পরিবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে যেখানে সংবাদপত্র পর্যন্ত পৌঁছায় না। আবার এও দেখবার শিক্ষিত পিতামাতা শিক্ষার উন্নয়নে তাদের সন্তান সন্ততিকে তার বিদ্যালয় শিক্ষায় কি সুবিধা আছেতা জানতে চায়না। সমাজে এমন পিতামাতাও আছে যারা শিক্ষাব্যবস্থার সব রকম সুবিধা গ্রহণ করে। আবার বিপরীতমুখী পিতামাতাশিক্ষার সুবিধা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়। এই দূরত্বটা আমাদেরকে পূরণ করতেই হবে এই এককটি ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনে সহায়তা করবে এবং যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রথম বিদ্যালয়ে আসছে তাদেরকে পাঠের প্রতি মনোনিবেশ করবে।

9.1 শিখনের উদ্দেশ্য

এই এককটি সম্পন্ন করার পর তুমি নিম্নলিখিত সামর্থ্য অর্জন করবে।

- বিদ্যালয় অভিমুখী শিশুদের বিভিন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করা।
- সমাজে যারা শিক্ষা আলোক থেকে বঞ্চিত তাদের শিক্ষার সমস্যাবলী সম্বন্ধে জানা।
- একেবারে প্রথমে যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয় আসছে তাদেরকে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা দেবার জন্য দক্ষতা অর্জন করা।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা এবং অর্ন্তভুক্তি বর্দ্ধিত করার জন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- শিশুদের সমভাবে শিক্ষার সুবিধাদেওয়ার কৌশল অবলম্বন করা।

9.2 শিক্ষায় শিক্ষার্থী কে অর্ন্তভুক্তি করা এবং ধরে রাখার বিষয়

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সরকার বিনামূল্যে ছয় (৬) থেকে চৌদ্দ (১৪) বৎসর বয়স পর্যন্ত বয়সের শিশুকে বাধ্যমূলক শিক্ষা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই লক্ষে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। সারা দেশব্যাপী বৃহৎ সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যাতে শিশু বাসস্থানে কাছাকাছি বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ পৌছে দেবার জন্য একজন শিক্ষক নিয়ে বিদ্যালয় শুরু হয়েছে। বিনামূল্যে শিক্ষার উপকরণ, দ্বপ্রাহরিক আহার, ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পোষাক, তপশিলি উপজাতিদের জন্য নানারকম বৃত্তি সরকার চালু করেছে। বিংশ শতাব্দির শেষ অর্থাৎ ১৯৯০ সালে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ভারতবর্ষে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহন করে। ডিপিইপি (DPEP) বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুদের পুনরয় বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা, প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রচনার বিকেন্দ্রীকরণ, বিদ্যালয়ের কাজে অভিভাবক এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহন, এইসব নতুন এবং উদ্ভাবনী পদক্ষেপ সর্বশীক্ষা অভীযানের মাধ্যমে গ্রহন করা হয়। উপরোক্ত দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে ডিইইপি (DEE) এবং এস এস এ (SSA) প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তী এবং বিদ্যালয়ে স্তরে ছাত্রদের ধরে রাখার সমস্ত রকম কাজের দায়িত্ব গ্রহন করা হয়েছে। কিন্তু একশো শতাংশ ছাত্রের তালিকাভুক্তি কারণ এবং ছাত্রদের বিদ্যালয়ের ধরে

নোট

রাখার এখনো আমাদের কাছে স্বপ্নই থেকে গেল। আমাদের এই স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এটা আমাদের অঙ্গীকার।

9.2.1 তপশিলি জাতির শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারে ভারতীয় সংবিধান সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির উদ্দেশ্যে কতগুলি বিশেষ সুযোগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির উদ্দেশ্যে কতগুলি বিশেষ সুযোগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক তপশিলি জাতির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার সংস্থান ভারতীয় সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তপশিলি জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানের বেশ কিছু সুবিধার কথা বর্ণিত আছে। একমাত্র বিনা ব্যায়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা ছাড়াও এই সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রেনীর জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী চাকুরী ও পদ সংসরক্ষনের ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে তপশিলিভুক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছে। বিগত ষাট বছরে এই শ্রেণীভুক্ত সম্প্রাদায়ের মানুষের জন্য শিক্ষার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনো এই সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের জন্য যে সমস্ত বাধা আছেতা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এবং প্রকৃত করাণ নির্দ্ধারণ করতে হবে।

অনেকসময় বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে তপশিলিভুক্ত শিশুদের পৃথকভাবে বসরা ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও শ্রেণীকক্ষে উচ্চমতি শিশুদের তুলনায় তপশিলিভুক্ত শিশুদের প্রতি অন্যায়ভাবে কঠোর আচরণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তপশিলিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে দেরীতে আসার জন্য ভৎসনা করা হয়। শ্রেণীকক্ষে তাদের কোন প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নের উত্তর তা দেওয়াই হয় না পাঠদানের সময় তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবে পোষণ করা হয়। এমন কি প্রশ্ন করার জন্য এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদের সময়ে সময়ে ভৎসনা করা হয়। স্কুলের কোনোও অনুষ্ঠানে তাদের আসতে দেওয়া হয় না। এমনকি সকালের প্রার্থনার জমায়েতে তাদের বিরত রাখা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস, এই জাতীয় অনুষ্ঠানেও স্বাধীতনা দিবসে তারা ব্রাত্য। অনেক জায়গা থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী দেখা দেয় তপশিলিভুক্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নানাবিধ কর্মকান্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়। পড়াশোনার মধ্যে তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ের জল খাওয়ার যায়গায় তাদেরকে যেতে দেওয়া হয় না এবং সবসময় তাদেরকে অপমানজনক কথাবার্তা বলা হয়। এছাড়া তপশীলি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে অনেক শ্রমসাধ্য কাজ এমনকি বিদ্যালয় গৃহ ঝাট দেওয়া, শৌচাগার পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ করানো হয়। বিদ্যালয়ে অন্যান্য উচ্চ াতীর ছেলেরা তাদের টিফিন টাইমে খেলতে নেয় না। এই কারনে তপশিলি ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রতিবেশী যারা বিদ্যালয়ে যায় না তাদের সাথে খেলাধূলা করে। তপশিলিভুক্ত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে এমন পরিকল্পনা নেওয়া উচিত যাতে প্রত্যেক তপশিলি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়।

ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে অর্ন্তভুক্তির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা দেওয়া হল।

নোট

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুতি-9

1. বিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য আচরণবিধির প্রবর্তন।

2. ঠিক সময়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্মচারী ও ছাত্রদের বিভেদমূলক আচরণসমূহ চিহ্নিতকরণ। সংখ্যালঘুদের প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত বৈষম্যমূলক আচরণ অসতর্কভাবে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয় তা চিহ্নিতকরণ করা কোনো সহজ বিষয় নয়।

3. শিশুদের বক্তব্য শোনার উপায় বা করা একটি কঠিন কাজ

4. বিদ্যালয়স্তর বৈষম্যমূলক আচরনের অভিযোগ করার একটি সিস্টেম শুরুতেই গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের অভিযোগ বাক্স নিয়মিত চেক করতে হবে এবং সময়মত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রাখাই হবে অর্ন্তভুক্তি করনের প্রকৃষ্ট উপায়।

5. শ্রেণীকক্ষে শিশুদের সঙ্গে কথোপকথনের জন্য তাদের বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে তাদের মনে না হয় যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও সামাজিক বৈষম্য অনুসারে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। নব্বই এর মাঝামাঝি কর্ণাটকে মাল্টি লেভেল শিখনের জন্য যে 'নলি-কলি' মডেল অনুসৃত হয়েছিল তাদে জাতি ধর্ম বর্ণ নয় ছাত্রীদের শিখন সামর্থ অনুসারে বিভিন্ন গ্রুপে তাদের শ্রেণীকক্ষে বসার ব্যবস্থা করা হত। এইভঅবে শুধুমাত্র সামাজিক বাধাসমূহের অপসারণই নয় এইভাবে শিশুদের শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মধ্যে ক্রমানাসুরে অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব করা হত।

6. সহঃ পাঠক্রম যেমন সংগীত, নাটক ইত্যাদি বিষয় সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে সাহায্য করে। তাই দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত ছিল বলে পশচাদপদ শিশুদের মধ্যে এই সব বিষয়ে উৎসাহদান ও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের প্রতিভার প্রদর্শন ও স্বীকৃতি দিতে হবে।

7. অর্ন্তভুক্তিকরনে বিদ্যালয়ে শিক্ষক ই একমাত্র নিয়ন্ত্রক চাবিকাঠি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার ভূমিকা ভীষনভাবে অনুপস্থিত। এক্ষনে তাই নিয়োগ পূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উন্নতর শিক্ষক শিখন মডিউল প্রণয়ন। ব্লক লেভেলে তপশিলি শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

8. শিক্ষার অধিকার আইন মোতাবেক বিদ্যালয়ে শিশু নিগ্রহের কোনো নিয়মাবলীর উলঙ্ঘন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সামাজিক বৈষম্যসমূহ দূরীকরণে ব্লক রিসোর্স সেন্টার ও চক্রসম্পদ কেন্দ্রে শিক্ষকরা শিশুশিক্ষার উপকরনের উদ্ভাবন ও তার সঠিক ব্যববহার এ সহায়তা করতে পারে।

9. তপশিলি জাতি অধ্যুষিত জেলাতে প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো প্রদান তপশিলি জাতির শিশুদের জন্য শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক হতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষাবিভাগ তপশিলি জাতি অধ্যুষিত জেলাতে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারে।

নোট

10. তপশিলি জাতির শিক্ষার্থীরা যে ধরনের বাদার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণার নিতে পারেন। দেখা গেছে যে বিভিন্ন কার্যক্রম শিখনক্ষেত্র যে সমস্ত বাধার সৃষ্টি করছে তা ওভারকাম করতে ও শিক্ষার সুযোগ ও শিখন সামর্থের উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করতে পারে (কুলকার্নী এবং আগারর ১৯৮৫)

এটা দেখা গেছে যে বর্হিভুক্তিকরণ বিষয়টি অনেক সময়ই নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বিষয়ে ঘটে থাকে। উল্লিখিত সূচীটি একটি সাধারন প্রক্রিয়া মাত্র

কার্যক্রম-1

ভারতবর্ষে তপশিলী শিশুদের অগ্রসরতা বিষয়ে তথ্যসমূহ নিরূপন করে নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও

1. ১৯৫০ সালে এই জাতির সাক্ষরতা মান কি ছিল?

.....

.....

.....

2. বর্তমান সাক্ষরতা মান কি?

.....

.....

.....

3. সাধারন শ্রেনীর উন্নয়নের মানের সঙ্গে এদের উন্নয়ন সামঞ্জস্য কি না?

.....

.....

.....

4. আপনি কি এই সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীর সাক্ষরতা মানের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছেন?

.....

.....

.....

9.2.2 তপশিলি শিশুদের শিক্ষা ঃ

নোট

ভারতীয় উন্নয়নের বিষয়ে সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় উপজাতিদের উন্নয়নের দিশা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার এদের আর্থিক ও শিক্ষা উন্নয়নে সার্বিক সহায়তা দেবে। এজন্য তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি গঠিত হয়েছে। তপশিলি জাতিদের জন্য বিদ্যালয় স্তরে ও উচ্চশিক্ষা স্তরে বিশেষ উৎসাহভাতা দেওয়া হয়। কয়েকটি রাজ্য ছাড়া প্রায় সমস্ত রাজ্যই তপশিলি জাতি ছড়িয়ে আছে। উপজাতি মানুষেরা সমপ্রকৃতির নয় এরা সমাজের নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থান করছে। সাধারণতঃ এর জনসংখ্যা বৃহৎ অংস শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ। স্বাধীনতার পর থেকে এদেরকে শিক্ষার মূলধারায় আনার জন্য নানা উদ্যেগ নেওয়া হয়েছে। DEEP গঠিত হওয়ার পর থেকে উপজাতি শিশুদের বাড়ীর নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে ভর্তী করার জন্য নিরবিচ্ছন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানেও এই প্রচেষ্টা অব্যাহত। যাই হোক সার্বিক সফলতা এখনও অধরা রয়ে গেছে। তাই বিষয়টিও প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাবী করে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত উপজাতি মানুষেরা বাস করে তাদের জীবনযাত্রা যেমন ভিন্ন তেমনি সমস্যাও ভিন্ন। সমাজ থেকে দূরে থাকাই সমস্যার কারন। সাধারণতঃ তারা দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করে বলে তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। তাদের দুস্থ অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের শিশুদের পরিবারের জন্য রোজগার করতে বাধ্য করে। দৈনন্দিন কথোপথনে তারা স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করে। এমনকি বহু উপজাতি শিশুরা প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারের সামর্থই অর্জন করতে পারে না তাদের বাসস্থানের এলাকা বিদ্যালয় শিক্ষার অনুকূল নয়। এদের যাযাবর বৃত্তির মানসিকতা ও জীবন জীবিকার তাগিদে এদেরকে রাজ্যের একস্থান থেকে অন্যস্থানে এমনকি বর্হিরাজ্যেও তাড়িয়ে বেড়ায়। তাই শিশুরা একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারেনা, তাই শিখন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। তাই আদিবাসি শিশুদের বিদ্যালয়ে আকর্ষনের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

কিছু বিশেষ ব্যবস্থা এইরকম ঃ-

- যারা প্রাদেশিক ভাষা বুঝতে পারেনা তাদের জন্য মাতৃভাষার পুস্তক রচনা।
- শিক্ষকদের জন্য সেতু ভাষা উদ্ভাবন।
- উপজাতি এলাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে অঙ্গনওয়াড়ি এবং বালওয়াড়ি অথবা ক্রেশ এর প্রবর্তন করা যাতে বালিকারা শিশুদের দেখাশোনার জন্য বাড়িতে নিযুক্ত না থাকে।
- অনুপজাতি শিক্ষকদের উপজাতি এলাকায় শিক্ষকতার জন্য উপজাতি ভাষা ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সমস্ত আদিবাসি বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয়/পরিপূরক শিক্ষা ব্যবস্থার মতন বিকল্প ব্যবস্থার পত্তন করতে হবে।
- পরিপূরক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রথাগত বিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ।
- বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুদের প্রথাবহির্ভূত এবং উদ্ভাবনী শিক্ষা প্রণালীতে আনার জন্য বিশেষ

নোট

ক্যাম্প করতে হবে।

- উদ্ভাবনী তহবিল থেকে মহিলা সমাখ্যার মত উদ্ভাবনে সহায়তা দিতে হবে।
- তপশিলি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলা এবং তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি বাবা মায়ের অংশগ্রহনের বিধান রাখতে হবে।
- তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতির বালিকা শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা রাখা। উদ্ভাবনী ব্যবস্থার দ্বারা ভর্তি ও ধারণের জন্য ঝাপানো, বিশেষ ক্যাম্প এবং সেতু পাঠক্রম। বিশেষ চরিত্রের পরিবর্ত বিদ্যালয়, সাম্প্রদায়িক সংহতি, নতুন কার্যকরী দল গঠন এবং চলতি কার্যকরী দলে সংগে কাজ করা, উপস্থিতির নজরদারি, সংশোধনী পাঠ / কোটিং ক্লাস ইত্যাদি দ্বারা বিদ্যালয়ের বাইরে ও ভিতরে শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা যেতে পারে।
- সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের জন্য প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরন, ব্লক এবং ক্লাস্টার লেভেল রিসোর্স সেন্টার, কার্যকরী শিক্ষাগত অবেক্ষণ (supervision) করা।
- অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের বিনামূলে পাঠ্যপুস্তক প্রদান। বিনামূল্যে আহার সহ প্রসাধন সামগ্রী, নোটবুক, পোষাকসহ ছাত্রাবাস ইত্যাদি ব্যবস্থা।
- প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত পর্যাপ্ত শিক্ষণ শিখণের উপকরণসমূহের ব্যবস্থা।
- বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা। গবেষণা ও উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অংশীদারীত্বে ও সময়ান্তিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব।

আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের মানোন্নয়ন কর্মসূচী

আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের অনুরোধ মহারাষ্ট্র সরকার আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের মনোন্নয়নে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। (প্রাচীন ভারতবর্ষে আদিবাসী ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য আবাসিক গুরুকুল বিদ্যালয় স্থাপনা হয়েছিল)। কর্মসূচীটির নাম ছিল হোমি ভাবা বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্থা ১৯৯৩-৯৭। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমে সহ্যাদ্রি পাহাড়ী এলাকার তিনটি জেলার এই কর্মকান্ড বিস্তৃত ছিল।

মূলত ঃ তিনটি বিষয়ে উপর এটি আলোকপাত করত :

1. ক্ষমতা অর্জন 2. শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং 3. শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি।

1. ক্ষমতা গঠন

বিদ্যালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পাঠাগার ও বীক্ষণাগার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সংস্লিষ্ট পুস্তকসমূহ যাতে পাঠাগারগুলিতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করা হয়। তেমনি বিজ্ঞান বীক্ষণাগারকেও

নোট

প্রয়োজনীয় উপাদান দ্বারা উন্নীত করা হয়। এর সঙ্গে গণিত বীক্ষণাগারকেও উন্নীত করা হয়।

2. শিক্ষক প্রশিক্ষণ

তিন বছর ধরে ছটি প্রশিক্ষণ বিষয়ের ওপর বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চলে। এই সময়ে শিক্ষকরা আদিবাসী শিশুরা শিখনের ক্ষেত্র কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয় ও কিভাবে তা দূর করা যায় সে সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হয়। সংশোধনের জন্য উপকরণসমূহও সিক্ষকদের জন্য লভ্য ছিল।

3. শিশুদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াবৃদ্ধি

আশ্রম বিদ্যালয়ের শিশুরা শ্রেণীকক্ষে ও তার বাইরেও একসঙ্গে থাকার সুযোগে তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধির চেষ্টা করা। তাদেরকে দলগতভাবে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। যেমন সংবাদপত্রের টুকরো খবর, তৃনভোজী প্রাণীদের ছবি আঁটা বোর্ড ইত্যাদি তৈরী করা। এইভাবে তারা তাদের অবসর সময়কে ব্যবহার করে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হবে।

9.2.3 বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দ্যেশ্য তখনি সফল হতে পারে যখন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সহ সমস্ত শিশুকে প্রারম্ভিক শিক্ষার ছাতার নিচে আনা সম্ভব হবে। ডিপিইপির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমান সহায়তাই প্রচলিত বিদ্যালয়ের গঠন পাঠন মান উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। সমাজ ও অভিভাবকদের অজ্ঞতা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক বিকাশে অনেক সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকদের অনীহাও এক এক সময় শিশু তার শিক্ষা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সর্বশিক্ষার গঠন কাঠামোর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছ। সর্বশিক্ষার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সর্বশিক্ষার কাঠামোর মধ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অক্ষমতার কোনোরকম তারতম্য না করে অর্থপূর্ণ উন্নত শিক্ষার নিশ্চয়তা কথা বলা হয়েছে। সর্বশিক্ষার আঙ্গিনায় কোনো শিশুই অপাংক্তেয় নয়।

সর্বশিক্ষার গঠন কাঠামোয় শারিরিক প্রতিবন্ধিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে (সমান সুযোগ, রক্ষার অধিকার এবং সম্পূর্ণ অংশগ্রহন) ও অ্যাক্ট ১৯৯৫ বলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের চাহিদা ভিত্তিক উপযোগী পরিবেশে শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজন বিশেষ বিদ্যালয়, পরিবর্তিত উদ্ভাবনী শিক্ষা অথবা গৃহ কেন্দ্রিক শিক্ষার সাহায্য নিতে হবে। তাই যখন বাসস্থান/গ্রাম/ব্লক অথবা জেলা স্তরে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে তখন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। বিশেষ

নোট

চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, সহায়ক সামগ্রী ইত্যাদি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একগুচ্ছ বিশেষ সুযোগ সুবিধা যেমন সম্প্রদায় সচেতনতা, গ্রাম শিক্ষা কমিটি ক্ষমতা বৃদ্ধি, চাকুরিকালিন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী-সহায়ক বিদ্যালয় ভবন নির্মান, প্রাক শৈশব যত্ন ও বালিকা শিক্ষা ইত্যাদি।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সঠিক পরিকল্পনা করার সময় বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন শ্রেণীর চাহিদা বাড়ী বাড়ী খোঁজ করে চিহ্নিত করতে হবে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের তথ্য বিদ্যালয় তথা জেলা থেকে সংগ্রহ করে চিহ্নিত করতে হবে। এই ধরনের বিদ্যালয় বর্হিভুত শিশুদের জন্য যে বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োজন তা নির্ণয় করতে হবে। রাজ্য শিক্ষা বিভাগ, বেসরকারী সংস্থাসমূহ, ADIP/ALIMCO (Artificial limb Manufacturing Co./IEDC (intergrated Education for Disable Children) অন্যান্য স্কীম, সর্বশিক্ষা অভিযান অথবা অন্যান্য প্রকল্প থেকে অর্থসংগ্রহ করতে হবে।

বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য অর্থ, দীর্ঘকালীন ফিজিও থেরাপিষ্টদের প্রশিক্ষণ, জীবিকা থেরাপিষ্ট বেসরকারী সংস্থা/বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয়/পরিমাপ/নতুন ধরনের শিক্ষোপকরনের উদ্ভাবন ইত্যাদি সন্ধান করতে হবে। অন্যদিকে গণ প্রশিক্ষনের সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করা। অভিভাবক সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে তারা যেন সমস্ত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

পরীক্ষা/মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য ছাড় যেমন দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য লেখক যোগান দেওয়া, ডায়ালেক্সিক/স্প্যাস্টিক ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করা, দৃষ্টি/শ্রবন প্রতিবন্ধী/ডায়ালেক্সিক শিশুদের জন্য একটি ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি ব্যবস্থা করা। সম্প্রদায় ও জেলা আধিকারিকদের নিয়ে এই সমস্ত বাধা কাটিয়ে ওঠবার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি (যেমন র‍্যাম্প/রেলিং/শৌচালয় ইত্যাদি নির্মান/পুনর্নির্মান করতে হবে। অভিভাবক/বেসরকারী সংস্থা এবং গ্রাম শিক্ষা কমিটির সাহায্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ভর্তী ও সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

9.2.4 ভৌগলিক দূরত্বে থাকা শিশুদের শিক্ষা

সর্বশিক্ষা অভিযানের গঠন কাঠামোর বিদ্যালয় বিহীন লোকালয়ে শিক্ষার নিশ্চয়তা, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য নতুন ধরনের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় স্থিত শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনা EGS/AIE এর পরিচালনা ব্যবস্থা কে ও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা এবং নমনীয় অর্থমান প্রয়োজন।

নোট

i. ছোট বিদ্যালয়বিহীন এলাকার জন্য পূর্ণ সময়ে বিদ্যালয়

ii. নির্দিষ্ট সেতু পাঠক্রমের মাধ্যমে প্রচলিত বিদ্যালয়ে আনয়ন।

iii. শিশু শ্রমিক, পথশিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকা, কিছু পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় ও বাস্তুচ্যুত পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট গ্রহন

iv. অভিনব কার্যক্রম-শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত পাঠ্যবই, পাঠক্রম, পরিচালনা ও শিক্ষোপকরণ তৈরীর ক্ষেত্রে অভিনব কার্য়ক্রম গ্রহণ।

যে সমস্ত বাস্থানের ১ কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় নেই সেখানে বিদ্যালয়ে যাবার মত শিশুদের জন্য ইজিএস (Education Garuntee Scheme) এর মতন বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয় ছুট শিশুদের জন্য সেতু পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে তারা প্রচলিত বিদ্যালয়ে পড়তে পারে।

নানা কারণে 'বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশু' হতে পারে। দূর্গম বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় বাস, পথশিশু, শিশুশ্রমিক, বস্তি এলাকার শিশু, যৌনকর্মীদের শিশুসন্তান, ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার জন্য কন্যাসন্তান, কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে কন্যাশিশু, রাখালশিশু ইত্যাদিদের জন্য কিছু অভিনব পরিকল্পনা করতে হবে।

9.2.5 শহরাঞ্চলের বঞ্চিত শিশুর

শহরাঞ্চলের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানকালে শহরাঞ্চলের দরিদ্র ও বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সমস্যা বাড়ছে। প্রশাসন নানাভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে। তথাপি এই ধরনের প্রচেষ্টা বঞ্চিত শিশুদের কাছে সবসময় পৌঁছয় না। কিছু বেসরকারী সংস্থা NGO. যেমন মুম্বাই এর 'প্রথম' কলকাতা মিউনিসিপাল কপোরশেনের সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন করে। প্রারম্ভিক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহনে ক্ষেত্রে শহরে বড় মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে জেলা বলেই ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকৃত পরিচালন ব্যবস্থাই গ্রহন করা হয়। এরকম প্রস্তাব মিউনিসিপাল কপোরেশনের দ্বারা দৈরী করার পর রাজ্য সরকার সর্বশিক্ষা মিশনের কাছে এর ব্যর্থ বরাদ্দের জন্য নির্দিষ্ট কোন কোন ব্যায়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অর্থ বরাদ্দ থাকবে সে ব্যাপারে সুপারিশ করে। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নির্দিষ্ট সমস্যা আছে তা হল, কাগজকুড়ানি শিশু, বস্তিবাসী দরিদ্র শিশু, দরিদ্র পরিবারের শিশু, শ্রমিক শিশু, চায়ের দোকানের শিশুকর্মী ইত্যাদি। এজন্য শহরাঞ্চলের শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা প্রয়োজন। শহরাঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের জন্য সমস্ত দপ্তরের সমন্বয়ে একটি আলাদা প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। জেলা স্তরের পরিকল্পনার মধ্যে শহরে জন্য আলাদাভাবে অথবা পরিকল্পনা মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। নতুবা বেসরকারী সংস্থা বা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রকল্প করতে হবে।

শহরাঞ্চলের নিম্ন আয় সম্পন্ন মানুষের বসবাসকারী এলাকার শিশুদের যাদের আমরা 'দরিদ্র শিশু'

নোট

বলে থাকি তারা কেবলমাত্র অর্থনৈতিকভাবেই দরিদ্র বলে নয় তারা শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক সহায়তাও পায়না। শহরাঞ্চলের দরিদ্র বঞ্চিত শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা আঙ্গিনায় নিয়ে আসা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নানা ধরনের প্রশাসন, অনু পরিকল্পনার অভাব, দূর্বল পরিকাঠামো যুক্ত সরকারী বিদ্যালয়, দুর্বল পাঠক্রম, শ্রেণীকক্ষে নিম্ন মানের পাঠদান, বিদ্যালয়ের অবস্থান ও বসার সময়, বিদ্যালয় বহির্ভূত ছাত্রদের যথার্থ পরিসংখ্যান না থাকা, নতুন ব্যুলায় স্থাপনে জন্য যায়গায় অভাব, ইত্যাদি নানা কারণ ঐ শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বঞ্চিত শহর শিশুদের শিক্ষার সমস্যা খুবি জটিল ও ভিন্ন। এর সঙ্গে আছে অপ্রতুল বিদ্যালয় পরিকাঠামো, বঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য উৎসাহভাতা ও আরো নানা কারণ। এ ছাড়াও যে সমস্ত বেসরকারী NGO সংস্থা এত্রেকাজ করছে তা এই সমস্যা সমাধানে অপ্রতুল। তার ওপর আবার অনেক শিশুই দেশান্তরী পরিবারের। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এই সমস্ত শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা দানে অপারাগ।

শহরের দরিদ্র শিশুদের নিম্নরূপে ভাগ করা যেতে পারে :

1. বস্তিতে বাস করা শিশু/শিশু শ্রমিক ও পুনর্বাসিত শিশু।
2. শিশুশ্রমিক ও গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুশ্রমিক
3. পথশিশু
4. যৌনকর্মিদের শিশুসন্তান
5. দেশান্তরী শ্রমিকদের শিশুসন্তান
6. হোমে থাকা আইনভঙ্গকারী অপরাধী শিশু
7. শহরে দরিদ্র ও অক্ষম শিশু

এই শ্রেনীর শিশুদের বেশিরভাগেরই দীর্ঘমেয়াদী ব্যক্তিভিক্তি সহায়তা দান প্রয়োজন। এই শ্রেণীর শিশুদের জন্য পরিকল্পনা করার সময় নমনীয় ও স্বচ্ছ পরিকল্পনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত বিদ্যালয় ছাড়াও সর্বশিক্ষা অভিযানে ইজিএস স্কীম পাঠক্রম, সংশোধনমূলক পাঠক্রম জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নেবার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

9.2.6 কর্মরত শিশু

ভারতবর্ষে শিশুশ্রম আইন বিরুদ্ধ। যারা শিশুশ্রমিক নিয়োগ করে তারা আইনতঃ অপরাধী। যাই হোক, কঠিন দারিদ্রতার কারণে বহু শিশু পরিবারের জন্য শ্রম করতে বাধ্য হয়। ফলতঃ বহু শিশু কাজের জন্য বিদ্যালয়ে যাবার সময় পায় না। এইসব শিশু কে কাজ ছাড়িয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তী করানোটাই হল আসল সমাধান। এজন শিশুর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুবা তাদের কোনোভাবে নৈশ বিদ্যালয়ে ভর্তী করার ব্যবস্থা করতে হয়।

বর্তমানে শহরাঞ্চলে অনেক নৈশ বিদ্যালয়ে রয়েছে। বড় শহরে এইরকম বিদ্যালয়ে সংখ্যা যেমন

নোট

বেশী তেমনি ছাত্রসংখ্যাও সন্তোষজনক। কিন্তু সমস্যা হল যে এই সব বিদ্যালয়ে প্রচলিত দিবা বিদ্যালয়গুলোর মত এক ই পাঠক্রম পড়ানো হয়। নৈশ বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, ছাত্রসংখ্যা ও পাঠদানের সময় যেমন সীমিত তেমনি শিশু শ্রমিকরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত থাকে। তাই নৈশ বিদ্যালয়গুলির জন্য আলাদা পাঠক্রম থাকা প্রয়োজন। যেহেতু তারা বয়সে বড় ও কাজকর্মে অভিজ্ঞ তাই তাদের পাঠদান প্রক্রিয়াও ভিন্ন হওয়া উচিত। তাদের চিরাচরিত প্রথার থিওরি শিক্ষা না দিয়ে তাদের পেশা কেন্দ্রীক শিক্ষা দিলে তারা বেশী উপকৃত হবে ও নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা অধিক আয় করতে সক্ষম হবে।

9.2.7 সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষা

সমাজের সংখ্যগুরু সম্প্রদায়ের ছাত্রদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাধারণতঃ শিক্ষা চলতে থাকে। ফলতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররা প্রায়শঃই বিদ্যালয় পরিবেশকে তাদের অনুকূল বলে মনে করেন। বিদ্যালয় বিমুখ হওয়ার কারণগুলি নিম্নরূপপে বর্ণনা করা যায়।

1. পাঠপুস্তকের ভাষা এবং শ্রেণীকক্ষে আদানপ্রদানের ভাষা ছাত্রদের মাতৃভাষা থেকে আলাদা হতে পরে
2. পাঠ্যপুস্তকের বর্ণিত বিষয় এবং শ্রেণীকক্ষে বিবৃত বিষয় ছাত্রদের কাছে অপরিচিত বলে মনে হতে পারে।
3. ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে আসার দরুন ছাত্রের ধারনা অধিকাংশ ছাত্রে ধারনা থেকে আলাদা হতে পারে।
4. পাঠ্য বিষয়বস্তু তাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে।

9.3 শিখনের উদ্দেশ্য

বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষককে ক্ষমতা প্রদান একটি কঠোর বিষয়। একজন কর্মরত শিক্ষককে নানাবাবে ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। বেতন বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে নানা সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের স্বাধীনতা ক্ষমতা বৃদ্ধির উদাহরণ। কয়েকটি দেশে 'শিক্ষকদের সহায়তা প্রদান সংস্থা' আছে যেখানে থেকে শিক্ষকরা তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষকদের সহায়তার জন্য এ ধরনের কোনো সহায়তা ব্যবস্থা নেই। তার বদলে আমাদের এখানে বিদ্যালয় শিক্ষকদের সহায়তা ব্যবস্থা নেই। তার আমাদের এখানে বিদ্যালয় শিক্ষকদের সহায়তার জন্য জেলাস্তরে (District Institute of Education & Training) DIET ব্লকস্তরে (Block Resource Centre) BRC এবং সার্কল স্তরে (Cluster Resource Centre) CRC তৈরী হয়েছে। প্রয়োজনে শিক্ষকরা এই সমস্ত কেন্দ্র থেকে সহায়তা চাইতে পারে।

প্রযুক্তির উন্নতি আমাদের প্রভাব ফেলেছে। প্রযুক্তি উন্নতির ফলে খাদ্যশস্যের ফলন বেড়েছে, রোগ

নোট

ব্যাধির নিয়ন্ত্রনের ফলে মানুষের আয়ু বেড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে জিনিষপত্র এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বহন করা সহজ হয়েছে। সমাজের অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ও এর থেকে দূরে তাকতে পারেনা। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে তাই স্লাইড, প্রোজেক্টর ইত্যাদির ব্যবহার হচ্ছে। কম্পিউটারের সঙ্গে প্রজেক্টর যুক্ত করে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে পঠন পাঠন বিষয়কে অনেক সহজবোধ্য করে তুলছেন।

(Indian Space Research Organization) ISRO শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য EDUSAT নামে একটি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে। দিন রাত ২৪ ঘন্টা, সারাবছর ধরে এই উপগ্রহ শিক্ষা বিষয়ক তথ্য যোগান দিচ্ছে। ওই উপগ্রহের সাহায্যে ভিডিও সম্মেলনের মাধ্যমে সিক্ষকরা নিজের জেলা ও রাজ্য থেকে পারস্পরিক তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করতে সমর্থ হচ্ছেন।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির ফলে পৃথিবীর এখন হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেটেরম মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। দূর্গম এলাকার বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষ পৃথিবীর যে কোন অংশের এক ই বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে সক্ষম। বিনামূল্যে (Open Education Resource) ORC এর মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্র যে কোনো রকম শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। তাই এটা বলা যেতেই পারে যে সেদিন আর বেশী দূরে নেই যেদিন যেকোনো গ্রামের যে কোনো ছাত্র ORC এর মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের পঠন পাঠনের সুযোগ গ্রহন করতে পারবে। হোমি ভাবা বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র (HBCSE), টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে সর্বসাধারনের জ্ঞান বিকাশের জন্য কাজ করছে।

বিদ্যালয়ের জন্য স্বাধীনতা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পদ প্রণয়ন

হোমি ভাবা বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র (WBCSE) জাতীয় স্তরে টাটা ইনশটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (TIFR) বিজ্ঞান এবং অঙ্ক শিক্ষার জন্য সম্প্রতি চিহ্নিত হয়েছে। (http://wwwhbsce.tifferrs.in) এই গোষ্ঠি বিনা ব্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে। (www.gnowledge.org) পরবর্তী পদক্ষেপে এই কেন্দ্রটি বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য মুক্তভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দূরবর্তী গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষামনে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পটাইর জন্যে মহারাষ্ট্র সরকার রাজী গান্ধী সাইন্স এন্ড টেকনলোজি কমিশনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। প্রকল্পটি যৌথভাবে রূপায়ন করার জন্য MBCSE নামে মহারাষ্ট্র কর্পোরেশন লিমিটেড (MKCL) ইন্ডিয়ান কনসোর্টিয়াম ফর ট্রানসফরমেশন কে (I-CONSENT) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান এবং অঙ্ক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্তরে উপযোগী সম্পদ সৃষ্টি করা এবং মাথায় রাখতে হবে ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী যেন সম্পদ উন্নয়ন করা হয়। সমস্ত বিষয়টি (MKCL) এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। গত শতাব্দিতে (MKCL) শ্রেণীকক্ষে কিভাবে পাঠদান উন্নয়ন করা সম্ভব সে সম্বন্ধে ওয়েবসাইটে তথ্য দেওয়া হয়েছে যার

নোট

মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সকলে উপকৃত হবে।

ছাত্র শিক্ষক এবং অভিভাবক ই বিদ্যালয় শিক্ষার মূল স্থপতি। এই তিন স্থপতিদের নিয়ে মহারাষ্ট্র একটি বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার বিষয় অভিজ্ঞ শিক্ষক, অভিভাবক ও গবেষকদের থেকে রিসোর্স পার্সন নিয়ে শিক্ষার যে বিষয়বস্তু গঠন করা হয়েছে তা পরবর্তীকালে MKCL এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এটি www.mkcl.org/madhaym এ আপলোড করা হয়। যে কেউ এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। ঠিক হয়েছে যে ভবিষ্যতে পরিমাজর্তিরূপে সবরকম ভাষার এই ধরনের বিষয়বস্তু পাওয়া সম্ভব হবে।

9.3 শিখনের উদ্দেশ্য

অর্ন্তবুক্তিমূলক শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যা বিদ্যালয় ব্যবস্থা, শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতি এক বৃহৎ সংখ্যক শিশু ও তার পরিবারের জন্য গ্রহণ করা হয়। অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা হল শিশুর শিখনের ধরন নিরূপন করা এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করা যাতে শিশুর উন্নত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকেই তাদের অবদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অর্ন্তভুক্তিকরন হল শিক্ষার একটি পদ্ধতি ও দর্শন যা শিশুদের সামাজিক হতে এবং বৃহত্তর সমাজের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার লাভে সহায়তা করে। অর্ন্তভুক্তিকরন হল সেই নিশ্চয়তা যা প্রত্যেকটি ছাত্রকে বিদ্যালয়ে যা সে শিখতে চায় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয়। অর্ন্তভুক্তিকরন বিদ্যালয়ে সেই মূল্যবোধ এখানে শেখানো হয় যার দ্বারা আমেরিকার যেমন দেখা গিয়েছিল (সহনশীলতা সমতা এবং বহুত্ববাদ)।

কোনো সময়েই নির্দিষ্ট পাঠক্রম অথবা শিখন প্রত্যাশা অনুযায়ী বিষয় নিয়ে শ্রেণীকক্ষের কাজ পরিচালিত হয় না। অন্যদিকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন অথবা সাধারণ ছাত্রদের জন্য শিখনের বিষয় বাড়ানো করা হয়। ছাত্রছাত্রীরা শেখে এবং তাদের শিখন হয় অন্যভাবে, এক্ষেত্রে লক্ষ্য হল সমস্ত শিক্ষার্থী কে শেখানো যে তাদের উন্নত মানের কৃতি শিক্ষার্থী হতে হবে।

আমাদের বিদ্যালয়সমূহে অর্ন্তভূক্তিকরন শিক্ষার নিয়ম নেই কেন?

বহু বছর আগে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধরনে শ্রেনীপাঠের ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ ধরনের শিক্ষাথীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে শেখনো হত। যাই হোক আসল সত্য হল এই যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ত। পরে আমরা বুঝতে পারি যে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষাই এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উন্নততর শিক্ষা দেবার একমাত্র উপায়।

কিভাবে আমাদের বিদ্যালয়গুলির বদল সম্ভব

পেশাদার শিক্ষক, পরিবার এবং সমাজের নেতৃত্ব স্থানীয়রা আলোচনা করে স্থির করলেন কিভাবে এর পরিবর্তন সম্ভব। আলোচনান্তে স্থির হল যে যদি আপনি ন এর সঙ্গে যুক্ত হন তবেই পরিবর্তন

নোট

আসবে।

অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা কি?

ইউনেস্কোর মতে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষাক্ষেত্র বেশি বেশি যোগদান, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষার বাইরে থাকা কমানো। লক্ষ্য হল সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার এমন পরিবেশ থাকবে যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে।

9.4.1 আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষপট

বর্তমানকালে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা এই কথাটি গুরুত্ব পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ইতিহাস এর উৎপত্তির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়না। যদিও বর্তমানে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা বিষয়টি একটি আর্ন্তজাতিক উল্লেখনীয় বিষয়।

উন্নত দেশগুলিতেই এর উৎপত্তি নিহিত। উন্নত দেশগুলিতে বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় থেকে প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীকে প্রথাগত বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল একটা বৃহত্তর আন্দোলনে যেখানে প্রতিবন্ধীদের সমাজের অন্যান্য সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হবে। ফলস্বরূপ একটি যুগ শুরু হল যেখানে সকলের জন্য অন্তভুক্তিকরন শিক্ষার আন্দোলন সাধারন শ্রেণীকক্ষেই নিয়ে আসা হল। শিশু শিক্ষার অধিকার অনেকগুলো আর্ন্তজাতিক ঘোষনার মধ্য দিয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল আর্ন্তজাতিক ঘোষনা হয়েছিল ১৯৪৮ এ যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষনাপত্রে শিক্ষার অধিকারের গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর শিক্ষা পাওয়ার অধিকারকে পুনরায় আমেরিকা যুক্তরাষ্টের ১৯৫৯ সালে 'শিশু শিক্ষার অধিকারসমূহ' এই নামে বর্দ্ধিত আকারে গ্রহন করা হয়। এই ঘোষনা মধ্যে শিশুদের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব তাদের পিতামাতাদের বলে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে 'শিক্ষায় সমসুযোগ'কে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে (ইউ এন-১৯৬৬) যুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক আর্ন্তজাতিক আলোচনা চক্রে ১০৭টি দেশ শিশু শিক্ষার অধিকার বিষয়ে তাদের সমর্থন দেয়। ভারতেও আর্ন্তজাতিক চিন্তার ওপর ভিত্তি করে (Right to Education) RTE সংসদে অনুমোদিত হয়েছে।

এটির গঠন কাঠামোর মূল নীতিতে বলা হয়েছে যে শারিরীক, বৌদ্ধিক, প্রক্ষোভ, সামাজিক, ভাষাগত তফাৎ অথবা অন্য কোনো অবস্থায় থাকা সকল শিশুকেই বিদ্যালয়ে ভর্তী করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, পথশিশু ও কর্মরত শিক্ষার্থী দুর্গম এলাকার শিশু, ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘুদের ও সঙ্গে নিতে হবে।

এটা বলা যেতে পারে যে উল্লিখিত একমাত্র অন্তড়ভুক্তিকরন শিক্ষা দ্বারাই সমাধান করা সম্ভব।

9.4.2 সর্বব্যাপী (inclusive) শিক্ষার সুবিধা

উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী (inclusive) শিক্ষা অনেক বেশি জরুরী প্রয়োজনীয়। এ জাতীয় শিক্ষার প্রয়োগ ও অনুশীলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরী বলে প্রমাণিত।

নোট

সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ : শিক্ষা হল সম্পদ কেন্দ্রিক উদ্যোগ (Resource intensive venture) যাকে দেশের স্বাস্থ্যবিধি, পরিকাঠামো প্রভৃতি অন্যান্য চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সেজন্যই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিক্ষাগত সম্পদের জন্য প্রবল চাহিদা বর্তমান। বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন সংখ্যক স্কুল স্থান করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবর্তে সর্বশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর জন্য সীমিত সম্পদ ব্যবহার একটি সুযোগ্য সমাধান কারণ এটি সম্পদকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

ব্যয় সংকোচন : এই সর্বব্যাপী শিক্ষা যে শুধু ব্যয়সঙ্কোচনকারী তাই নয়, এটি যথাযথভাবে সফল ব্যয়কারী। এই ব্যাপক শিক্ষা শুধু যে অক্ষমদের সুযোগ করে দেয় তা-ই নয়, যারা অক্ষম নয় তেমন শিক্ষার্থীদেরও সুযোগ অনেক বর্ধিত করে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধায় লক্ষ্য রেখে সকলকে উপযুক্ত ভালো শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। উপরন্তু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভেদ ঘুচিয়ে সর্বশ্রেণীর ঐক্যসাধন করে সামাজিক সন্তোষ বিধান করে।

বিকেন্দ্রীকরণ : সর্বব্যাপী শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহ দেয়। এটা প্রমাণিত যে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচে এটি সাহায্য করে। একই সঙ্গে স্থানীয় আঞ্চলিক জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে উৎসাহিত করে। সংক্ষেপে বলা চলে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের পরিবর্তে এটি উপভোক্তা পরিচালিত নীতি।

9.4.3 একটি অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষালয় ও শ্রেণীকক্ষ

অর্ন্তভুক্তিমূলক বিদ্যালয় স্থাপনের পেছনে উদ্দেশ্য হল অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজের উন্নয়ন সাধন করা। এই সমাজের প্রতিটি সদস্য যাতে তাদের প্রতিটি সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে তা দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলাশিক্ষার্থীরা বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক অর্ন্তভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দিতে হবে। এসবের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিশুদের মনস্তাত্বক পরিবেশ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরী করতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী এবং সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা উপযোগী করে তুলতে হবে। সংক্ষেপে এটা বলা যায় বিদ্যালয়কে শিখনের পরিবেশ অনুযায়ী, শিক্ষার্থীর মানসিক গঠন অনুযায়ী শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হল, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পরিবেশ নির্ভর করে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

একজন শিক্ষক বিশ্বাস করে যে বুদ্ধি হচ্ছে বংশগত যা খুব বেশী বৃদ্ধি পায়না। ইহা কেবল মাত্র শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেয়। শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোয়। অন্যভাবে বলা যায়, একজন শিক্ষক অত্যন্ত আশাবাদী এই যে শিক্ষার্থী তার সামর্থ অনুযায়ী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় যা শ্রেণীকক্ষে অর্ন্তভুক্তিমূলক পরিবেশ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষককে অবশ্যি অনুভব করতে হবে যে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্নতা থাকবেই, প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, বিষয়টি মাথায় রেখে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা দিতে হবে। এই সমস্ত বিভিন্নতা ধরে নিয়ে একজন শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে মনস্তাত্বিকের প্রাকৃতিক

নোট

পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এইভাবে স্বাস্থকর পরিবেশ প্রত্যেকটি শিশু সুযোগ পাবে এবং অগ্রগতি হবে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের গঠনকাঠামোর প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুপিছু বছরের ১২০০ টাকা দেওয়া হয়। এই অর্থ ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে যে এই অর্থ কোনো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্য নয় পরন্তু এটি অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা পরিক্লনায় বসতি ও গ্রামস্তরেবিদ্যালয়ের কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনগুলিকে অর্ন্তভুক্তিকরন শিক্ষার ক্ষেত্রে জেলার চিহ্নিত করা মোট প্রতিবন্ধি কত, তার ওপর নির্ভর করে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ ধরনের শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন হয়। অন্যদের জন্য হয়ত সাধারন সহায়ক সামগ্রী যেমন শ্রবন যন্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। যাই হোক এর মানে এই নয় যে বরাদ্দকৃত অর্থ ১/২ বছর ধরে সুবিধামত খরচ করা যাবে।

অন্যান্য কার্যক্রম, যেখানে এই অর্থ খরচ করা যাবে তা হেল, পরিমাপ নির্ণয় শিবির, প্রশিক্ষনের জন্য উন্নতমানের জিনিষপত্র তৈরী, সমাজ সচেতন/জাগরন এর জন্য, (RCI) আরসিআই অনুমোদিত ৪৫ দিনের শিক্ষক - প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভার জন্য ব্যবহার করা যাবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা করার সময় জেলায় প্রাপ্তব্য সংস্থানগুলোকে মনে রাখাতে হবে। সাধারন বিদ্যালয় গুলিতে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিশেষ জোর দিতে হবে, তাদের যেন বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য দূরে ঠেলে দেওয়া না হয়।

9.5 বিদ্যালয়ে শিশুর অধিকারগুলির সুরক্ষা

শিশুর অধিকার রক্ষার জাতীয় কমিশন (NCPCR) মার্চ, ২০০৭ সালে কমিশন ফর প্রোটেকসন অফ চাইল্ড রাইট অ্যাক্ট ২০০৫ এ পার্লামেন্টে (ডিসেম্বর ২০০৫) পাশ হয়। কমিশনে হুকুম ছিল যে সমস্ত আইন, নীতি, কর্মসূচী এবং প্রশানের প্রক্রিয়া সমস্তই শিশুর অধিকার এর পটভূমিতে। আন্তর্জাতিক আইনানুসারে একটি শিশুর অর্থ ১৮ বৎসর বয়সের নিচে প্রত্যেক মানুষ। এটি একটি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ব্যাখ্যা। ভারতে সবসময়ই এই ব্যাখ্যা মান হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় যে যে কারনে ১৮ বৎসর বয়সের ওপরে থাকা মানুষেরাই কেবলমাত্র (ড্রাইভিং লাইসেন্স) গাড়ী চালাবার ছাড়পত্র অথবা ভোটাধিকার পায়।

গৃহহীন শিশু (পেভমেন্টে বসবাসকারী, বাস্তুচ্যুত, বিতাড়িত, শরণার্থী ইত্যাদি) পরিযায়ী শিশু, পথশিশু পিতামাতাহীন, ভিখারী শিশু, শ্রমিক শিশু, যৌনকর্মীর সন্তান, পাচার করা শিশু, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষঁতিগ্রস্ত শিশু, গোষ্টীদন্দে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু, এই আই ভী ও এইডস্ দ্বারা আক্রান্ত, প্রান্তিক রোগে আক্রান্ত শিশু এবং প্রতিবন্ধী ও তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি শিশুরা। সমস্ত ১৮ বৎসরের নিচে বয়ক্রমের মানুষরা আন্তর্জাতিক আইনে যে সব অধিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে সেইসব অধিকার দেশের আইন দ্বারা সুরক্ষিত আছে।

নোট

ভারতীয় সংবিধান সমস্ত শিশুদের কিছু নির্দিষ্ট অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় যা কেবলমাত্র তাদের জন্যই সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো হল ঃ-

1. সব শিশুর জন্য (৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রারম্ভিক শিক্ষা। (আর্টিকেল ২১ এ)
2. ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো রকম চাকুরী কর্মে নিয়োগ করা যাবে না। (আর্টিকেল ২৪)
3. অর্থনৈতিক কারনে জোরপূর্বক তাকে তার বয়স, শরীর ও ক্ষমতার পরিপন্থী কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার অধিকার।
4. সমান সুযোগ সুবিধা নিয়ে স্বাস্থকর ও সম্মানজনকভাবে শৈশব এবং কৈশোরের স্বাধীনতা উপভোগ এর সুযোগ।

ভারতের নাগরিক হিসাবে অন্য সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মত সমানাধিকার

1. সমানধিকার (আর্টিকেল ১৪)
2. বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার।
3. আইনুসারে ব্যাক্তি স্বাধীনতার অধিকার (আর্টিকেল ২১)
4. সামাজিক অন্যায় ও শোষন থেকে দূর্বল শ্রেণীর মানুষের রক্ষা পাবার অধিকার গবেষণায়, সামাজিক সংস্থা ও সরকারী ব্যবস্থায় শিশু সুরক্ষার বহু কথা পরিস্কার করে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কয়েকজনের মতে শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য, জাতি ও ধর্ম, প্রতিবন্ধী ও সাধারণের শ্রেণীবিভাগ এবং বিদ্যালয়ে শিশুর শারিরীক শাস্তি থাকা উচিত নয়। ছাত্রদের এই সমস্ত অধিকার সুরক্ষিত রাখা বিদ্যালয় শিক্ষকদেরই দায়িত্ব।

9.7 আসুন সংক্ষেপে বুঝে নিই

ভারতীয় সমাজ একটি নানা ধর্ম নিয়ে গঠিত সমাজ। এখানে বহু সামাজিক সংস্থা। ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের বাস। এই কারণে শিক্ষা ভীষণ সামাজিক ভাবে বিভক্ত। এখানে কিছু কিছু রাজ্যে এমন অনেক সামাজিক গোষ্ঠি আছে যারা ভীষনভাবে বঞ্চিত। এমন কি সুস্থভাবে জীবন ধারনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও তারা পায় না। এখানে অনেক পেছিয়ে পড়া জাতি ও গোষ্ঠী আছে। তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির মহিলা ও শিশুরা দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যেমন শারিরিক প্রতিবন্ধী, শ্রবন প্রতিবন্ধী, ক্ষীন দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, ও মানসিক প্রতিবন্ধী। এই ধরনের শিশুরা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ সাধারন শিশুদের মত শিক্ষার সুযোগ তাদের কাছে অধরা থাকে। তাদেরকে তাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়। এদেরকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য সবসময় আমাদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

নোট

এইখানে আমরা বিশেষ ধরনের শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা ও তাদের ধরে রাখার জন্য অনেক বিষয়েই আলোচনা করেছি। আমরা তপশিলি জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, কলকারখানায় কর্মরত শিশু, পথশিশু সম্পর্কে অর্ন্তভুক্তিকরন শিক্ষার মৌলিক ধারনা এবং এর প্রাসঙ্গিকতা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

9.7 পড়ার জন্য দেখুন :

www.oecd.org

www.wpi.edu/news/Conf/ISTAS/Presentation/iteducation

Centre for Research for Effecting Schooling for Disadvangaged

www.csos.ihu/otherlinks/cds/cds.html

nvpie.org/inclusive.html

www.ibe.uesco.org/.../Interview_Clementina_Eng13Nov.pdf

9.8 একক শেষের অনুশীলনী :

1. সুযোগ বিহীন ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আনা এবং ধরে রাখার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
2. অর্ন্তভুক্তিকরণ শিক্ষা বিদ্যালয় এবং শ্রেণীকক্ষের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা কর।
3. অর্ন্তভুক্তিকরণ শিক্ষার অসুবিধাগুলি কি কি?

নোট

একক - 10 প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

কাঠামো

10.0 – ভূমিকা

10.1 – শিখনের উদ্দেশ্য

10.2 – জমিটিয়েন সম্মেলন (1990)

10.2.1 – জমিটিয়েন সম্মেলননের মূল বিষয়

10.2.2 – আন্তর্জাতিক সংহতি শক্তিশালী করা

10.2.3 – জমিটিয়েন E-9 দেশগুলোর প্রভাব

10.2.4 – দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের উপর প্রভাব

10.3 – উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগ

10.4 – UEEর উপর আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা

10.4.1 – ইউনেসকো

10.4.2 – ইউনিসেফ

10.4.3 – ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

10.4.4 – ডি এফ আই ডি (DFID)

10.4.5 – এস আই ডি এ (SIDA)

10.5 – ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরাম, ডাকার, সেনেগাল 2000

10.6 – সংক্ষিপ্তসার

10.7 – পরিভাষা / সংক্ষিপ্তনাম

10.8 – সুপারিশ বই এবং রেফারেন্স বই

10.9 – একক-পরিসমাপ্ত অনুশীলনী

10.0 ভূমিকা

আপনি ইতিমধ্যে একক-1 এবং একক - 2 পাঠ করেছেন। প্রাক-স্বাধীণতা পর্বে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে। আপনি জানেন শিক্ষার আবিষ্কার বর্তমানে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত একটি মৌলিক অধিকার। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমাদের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের আমাদের দেশে সাংগঠনিক ব্যবস্থা আছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে আমাদের সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং কৌশল আছে।

নোট

এই একক আমরা পাঠ করব প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী জামিটিয়েন সম্মেলনের এবং ওয়ালড্ এডুকেশন ফোরাম এবং প্রেক্ষাপটে; ডাকার সেনেগাল 2000। আমরা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগ পর্যালোচনা করব। আমরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা কী এবং সকলের জন্য শিক্ষার বিষয়ে উদ্যেগের মূল্যায়ন করব। আপনি এই এককের কাঠামো সংক্রান্ত মানচিত্র বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন এবং এই এককের সংগঠন সম্পর্কে ভাল ভাল ধারনা দেবে।

ধারনা সম্পর্কে মানচিত্র (কনসেপ্ট্ ম্যাপ)

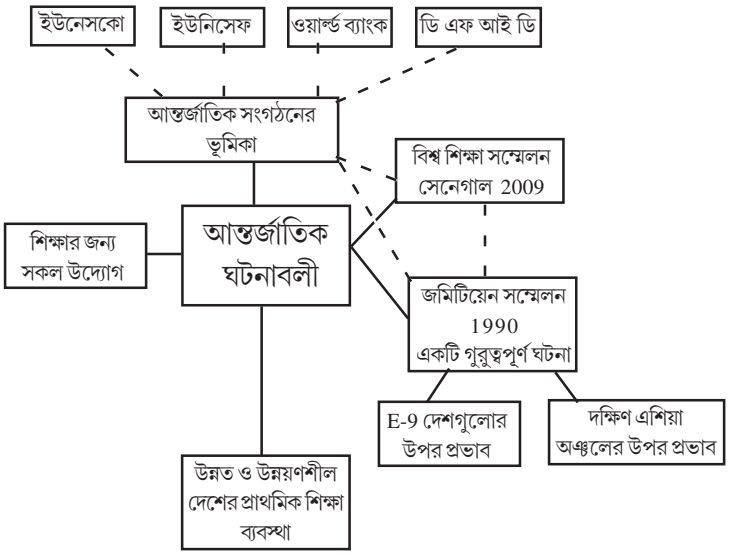

10.1 শিখনের উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন

- জমেটিয়েন সম্মেলনের মূল বিষয়ে বর্ণনা (1990)
- E – 9 দেশগুলো এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে জামিটিয়েন সম্মেলনের প্রভাবের অনুসন্ধান।
- উন্নয়ণশীল ও উন্নত দেশগুলোর প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা।
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা।
- ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরাম, ডাকার, সেনেগাল 2000 ফলাফলের পর্যালোচনা
- 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর সুবিধা গুলোর বর্ণনা।

নোট

10.2 জমিটিয়েন সম্মেলন 1990

থাইল্যান্ডের জমিটিয়েনে 1990 সালে 5 থেকে 9 মার্চ পর্য্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই সম্মেলনটি জমিটিয়েন সম্মেলন নামে পরিচিত ছিল। প্রায় সম্মিলিত জাতীপুঞ্জের 155টিরও বেশী সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা জমিটিয়েন সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে সকলেই একমত হয়েছিলেন সকল মানুষের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে এটি ছিল সকলের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অঙ্গীকার। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সকল প্রতিনিধিরা মিলিতভাবে প্রস্তাব নিয়েছিল। সকলের জন্য শিক্ষার বিশ্ব (ঘোষনা)। এই ঘোষনায় মূল শিখনের উপকরণ এবং কর্মপ্রক্রিয়ার বিষয় ও উল্লেখ ছিল।

'সকলের জন্য শিক্ষা' সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলন অংশ গ্রহণকারীদের প্রস্তাব।

- সারা পৃথিবীতে সারাযুগে শিক্ষা হল মানুষের মৌলিক অধিকার এই ধারনা ফিরিয়ে আনতে হবে।
- বুঝতে হবে শিক্ষাই নিরাপদ, স্বাস্থ কর, উন্নতিশীল, পরিবেশ সংক্রান্ত সুস্থ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে।
- জানতে হবে যে শিক্ষাই একমাত্র অপরিহার্য উপাদান ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে।
- সনাতন এবং স্বদেশী ধারনা সংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এরও গুরুত্ব ও বৈধতা আছে। এই বিষয়ে ও স্বীকৃতি দিতে হবে।
- প্রচলিত শিক্ষার বিষয় আরও বেশী করে প্রাসঙ্গিক এবং উন্নতি ঘটাতে হবে যা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য হবে।
- মূল শিক্ষা শক্তিশালী ও মৌলিক থলে যা উচ্চস্তরকে আরও শক্তিশালী করবে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।

10.2.1 জমিটিয়েন সম্মেলন মূল বিষয়

'শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব ঘোষনা' সম্মেলনে 9টি ধারা সমন্বিত এই খসড়া রচনা করা হয়। এই খসড়া 'সকলের জন্য শিক্ষার' উদ্দেশ্য, সম্প্রসারিত লক্ষ্য, অঙ্গীকার এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয় উল্লেখ করা হয়। জমিটিয়েন সম্মেলনে খসড়ার ধারা (Article) গুলোতে যে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হল:

i. **শিখনের মূল প্রয়োজনীয়তা**

a) প্রত্যেক ব্যক্তি - শিশু, যুবক, বয়স্ক নির্বিশেষ শিখনের প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা পাবে। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে মেটানো হচ্ছে সেগুলো জানতে পারবে।

b) শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কোন সমাজের ব্যক্তি সম্মিলিত সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্মীয়, উত্তরাধিকার বিষয়ে উপর গুরুত্ব এবং অন্যান্যদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করবে।

নোট

c) শিক্ষার উন্নয়নের মৌলিক লক্ষ্য হল যৌথ সংস্কৃতির সমৃদ্ধির ঘটনানো এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রসারিত করা। এই মূল্যকে একজন ব্যক্তির গুরুত্ব এবং পরিচিত বুঝতে সাহায্য করবে।

d) মানব উন্নয়ন এবং আজীবন শিখন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক শিক্ষাই হল মূল ভিত্তি।

ii. চিন্তাভাবনার রূপরেখা

a. প্রসারিত চিন্তাভাবনা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে বর্তমান ব্যবস্থার যোগ্য সম্পদের স্তর, প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো, পাঠ্যক্রম, প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠঅ ব্যবস্থায় নিরীখে সেরা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যাবে প্রচলিত কার্যক্রমের মধ্যেও।

b. প্রসারিত চিন্তাভাবনা দ্বারা পরিবৃত হয়েছে

- সার্বজনীন যোগাযোগ ও ন্যায়
- শিখনের উপর গুরুত্ব
- প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি বিস্তার
- শিখনের পরিবেশ বৃদ্ধি
- যৌথ ব্যবস্থার শক্তিশালী রূপ।

iii. সার্বজনীন যোগাযোগও ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

a. প্রাথমিক সিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত প্রসারণ এবং ধারা বাহিক উদ্যেগ বৈষম্য হ্রাস করবে।

b. প্রাথমিক শিক্ষা হবে সকলের জন্য এবং সকলেই এর সুযোগ দিতে হবে।

c. সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হল বালিকা ও মহিলাদের জন্য শিক্ষার মান উন্নত করা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধাগুলো দূর করতে হবে।

d. অঙ্গীকার করতে হবে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বৈষম্য দূর করা। অসুবিধা গ্রন্থ গোষ্ঠী শিখনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং কোন রকম বৈষম্যের শিকার না হয়। সে দিকে কঠোর নজর রাখতে হবে।

e. শিখনের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসাবে শিখন প্রক্রিয়ার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যেন কোনভাবেই তাদের মধ্যে বৈষম্য করা না হয়।

নোট

iv. শিখনের উপর গুরুত্ব

প্রসারিত শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলো প্রয়োজনে অনুবাদ করে দিতে হবে। যাতে শিক্ষার সুবিধা গুলো সকলের কাছে সমান ভাবে পৌছায়। লক্ষ্য হল শিক্ষা গ্রহণের সহজ উপায় নির্ধারন কর।

v. প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি ও উদ্দেশ্যের প্রসারণ

বৈচিত্র, জটিলতা এবং পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার আঙ্গিকে শিশুর শিখন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে শিক্ষার পরিধি ও উদ্দেশ্যের বিষয়টি প্রসারিত হচ্ছে এবং শিক্ষার পরিধির বিষয় পূনঃ মূল্যায়িত হচ্ছে এবং নিম্নরূপ।

- জন্মের পর থেকে শিখন শুরু।
- শিশুর বুনিয়াদী শিক্ষার মূল ভিত্তি হল পরিবারের বাইরে প্রাথমিক বিদ্যালয়
- সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে উপর শিশুর জ্ঞান বিকাশের জন্য তথ্য পাওয়া, যোগাযোগ, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাহায্য নিতে হবে।

vi. শিখনের জন্য পরিবেশের উন্নতি

শিক্ষার সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীর পর্যাপ্ত পুষ্টি, স্বাস্থ্যের যত্ন, শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সাহায্য যাতে তারা সক্রিয়ভাবে যাবতীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। জ্ঞান এবং দক্ষতা শিশুর শিখন পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায় এবং তা বয়স্ক শিখন কর্মসূচীতে একীভূত করতে সাহায্য করে। শিশুর শিক্ষা তাদের পিতামাতার অথবা অভিভাবকদের সমর্থন থাকতে হবে এবং এই ধরনের ব্যবস্থা সকলের ক্ষেত্রে এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলবে।

vii. যৌথ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা

জাতীয় আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনন্য দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য ব্যবস্থা করা। নতুন এবং শক্তিশালী যৌথ ব্যবস্থা সকল স্তরের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার এবং শিক্ষকদের এব্যপারে যৌথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ ব্যপারে শিক্ষকদের চাকুরী জনিত সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সকলের জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

viii. সমর্থন সূচক কর্মপন্থার উন্নয়ন

a. ব্যক্তির প্রাথমিক শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমর্থন সূচক কর্মপন্থা অত্যন্ত জরুরী। অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, শ্রম, চাকুরী এবং স্বাস্থ্য

নোট

নীতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবে এবং যা সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগাবে।

b. সমাজও নিশ্চয়তা প্রদান করবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৌদ্ধিক ও বিজ্ঞান সম্মত পরিবেশ দেওয়ার।

ix. ব্যবহার যোগ্য সম্পদ সমাবেশিত করা

a. 'সকলের জন্য শিক্ষা' নীতি সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সরকারী, বেসরকারী, স্বেচ্ছা সংগঠন গুলোর ব্যবহার্য সম্পদ, মানব সম্পদ সমাবেশিত করা।

b. সরকারী সেক্টরে সমর্থনসূচক কর্মপন্থার ক্ষেত্র বৃহত্তর আঙ্গিকে সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে সরকারের সমস্ত বিভাগ মানব উন্নয়ন ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকে।

10.2.2 আন্তর্জাতিক ঐক্য শক্তিশালী করা

a. প্রাথমিক স্তরে শিখন প্রক্রিয়ায় ম্রিটিভ্ এর ব্যবস্থা করা মানুষের দায়িত্ব। এর জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং সুস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক যা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে। প্রত্যেকটি দেশেরই পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে শিক্ষা সংক্রান্ত ফলপ্রসু পরিকল্পনা ও নীতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে।

b. বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়।

c. বয়স্ক ও শিশুদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়ে বারবার বলতে হবে।

d. প্রত্যেকটি দেশ একসঙ্গে কাজ করবে নিজেদের দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া মেটাবার জন্য। সামরিক শক্তি বলে কোন দেশ যখন বন্ধ করতে হবে। বাস্তুচ্যুতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। একমাত্র স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশই সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী সফল করতে পারে।

জমিটিয়ে সম্মেলনে কর্মকান্ডের যে মূল কাঠামো প্রস্তুত করা তা মূলত ছয়টি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট। যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

a. শৈশবের শুরুতে যত্ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ

b. প্রাথমিক শিক্ষায়প্রবেশ এবং সমাপন এর সুযোগ সার্বজনীন হবে।

c. শিখন উপকরণের উৎকর্ষতা

d. বয়স্ক নিরক্ষর হ্রাস

e. যুব এবং বয়স্কদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সম্প্রসারণ

f. ব্যক্তি ও পরিবারের সুন্দর জীবনের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

নোট

EPAর ঘোষণায় কর্মকান্ডের জন্য কিছু মৌল নীতির উল্লেখ করা হয়েছে।

- **পাঁচটি মৌল নীতি**

a. ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়ের সার্বজনীন রূপ।

b. শিখনের উপর গুরুত্ব।

c. প্রাথমিক শিক্ষার সংজ্ঞাও পরিধি বৃহত্তর আঙ্গিকে নির্ধারন করা।

d. শিখন পরিবেশের উন্নতি বিধান।

e. যৌথ প্রচেষ্টার শক্তিশালী ভিত্।

কর্মকান্ডের পরিকল্পনা এবং মৌলনীতির অনুসারে EPAর জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে তা হল-

- **মূল্যলক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা**

a. 2000 সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ আশি শতাংশে শেষ করা।

b. মহিলা স্বাক্ষরতা বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে 2000 সালের মধ্যে বয়স্ত নিরক্ষরতার হার অর্দ্ধেকে নামিয়ে আনা।

c. শিখনের সফলতা সহমতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বয়সের একটি দলকে প্রায় আশি শতাংশ সফল হওয়া প্রয়োজনে সেই স্তর অতিক্রম করে যাওয়া।

d. বিশেষ করে দরিদ্র, অক্ষম এবং অসুবিধা গ্রস্থ শিশুদের শৈশবের শুরুতে যত্ন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পরিবার ও গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ সহ সম্প্রসারণ করা।

- **জমিটিয়েনের সম্মেলনের প্রভাব**

জমিটিয়েন সম্মেলনের প্রধান অবদান হল জাতীয় সরকারকে প্রভাবিত করা তাদের নীতি, পরিকল্পনা, কার্যক্রম নেওয়ার ক্ষেত্রে। জমিটিয়েন সম্মেলন জাতীয় সরকারের নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে।

a. প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক স্বাক্ষরতা সহ; যুবদের প্রশিক্ষণ, শৈশবের শুরুতে শিশু যত্ন এবং বিদ্যালয় প্রবেশের পূর্বে শিশুদের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের পরিধি বৃহত্তর আঙ্গিকে নিয়ে যাওয়া।

b. উন্নয়ন পরিকল্পনায় EPAর অগ্রাধিকার।

c. নির্দিষ্ট শিক্ষানীতি গ্রহণ করা। EPAর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা, বিশেষ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

d. বিদ্যালয় উন্নয়নে চালু পরিকল্পনার কর্মকান্ডের মাত্রা তীব্রতার করা, বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সম্প্রসারণ, গুণমান বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম সংস্কার, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতা গরীব এবং অসুবিধাগ্রস্থদের অগ্রাধিকার।

e. শিক্ষা উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প ঘোষণা।

নোট

- **জাতীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার**

a. শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা ও কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

b. শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিকেন্দ্রীকরণ করা।

c. সকল শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়ে উন্নয়ন ঘটানো।

d. সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের অংশদায়িত্বের বিষয় দ্রুত অগ্রসর ঘটানো।

- **বিশেষ প্রচেষ্টার উদ্যোগ**

a. কর (Tax) আরোপ ও আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে দেশী ব্যবহার যোগ্য সম্পদের সমাবেশিত করা।

b. গোষ্ঠীর কাছ থেকে নগদ অর্থ অথবা জিনিস পত্রের মাধ্যমে ব্যবহার্য সম্পদ সমাবেশিত করা এবং অবশ্যই এর সঙ্গে থাকবে শারীরিক এবং মানব সম্পদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান, বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকলাপের উপর নজরদারি যার দ্বারা সুপরিকল্পিত কাজের পরিবেশ তৈরী করা যায়।

c. দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগীতা বৃদ্ধি।

d. বাহ্যিক উৎস থেকে ব্যবহার্য সম্পদ সমাবেশিত করা যায়। যেমন বৈদেশীক সাহায্য, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক উৎস প্রভৃতি।

10.2.3 E-9 দেশগুলোর উপর জমিটিয়েন সম্মেলনের প্রভাব-

উচ্চ জনসংখ্যা সমন্বিত দেশগুলো হল বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চায়না, ইজিপ্ট, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তান প্রায় সারাবিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ এই E-9 গোষ্ঠীভুক্ত দেশের অন্তভুক্ত। তারা ব্রাজিলের রেসিফ শহরে 31 শে জানুয়ারী থেকে 2 রা ফেব্রুয়ারী 2000 সালে সমবেত হয়েছিল এবং E.P.A.র অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা করেছিল। 1990 সালে জমিটিয়েন সম্মেলন থেকে 1993 সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত E-9 দেশগুলোর প্রধানরা বৈঠকে বসেছিল। সেখানে 9টা দেশের প্রায় সকলের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাফল্যের দিক উঠে এসেছে।

জমিটিয়েন সম্মেলনের প্রভাব হিসেবে E-9 দেশগুলোর যে সাফল্য অর্জন করেছে সেগুলো হল-

- বয়স্ক নিরক্ষরাত অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে
- শৈশবে শুরুতে পিতামাতাকে যুক্ত করে যে শিক্ষা কৌশলের ব্যবস্থা ছিল তা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কিত কাজের বলিষ্ঠ রূপ গ্রহণ
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি,
- বিদ্যালয় ভর্ত্তী ও উপস্থিতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিত্তিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উন্নয়ন।

নোট

- মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নের সহাবস্থান এবং পৌর শিক্ষার প্রসার
- শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের বিকেন্দ্রীকরণ
- জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামোর উন্নয়ন
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূলস্রোতের বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিশুদের সাথে পঠনের সুযোগ বৃদ্ধি।
- শিখন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রসারণের ক্ষেত্রে দূরবর্তী শিক্ষার ব্যবহার বৃদ্ধি
- নির্দিষ্ট টার্গেট গোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ
- শিক্ষার জন্য গুণমান স্বীকৃতি ব্যবস্থা, মূল্যায়ন, জাতীয় স্তরে উপাও (Data) সংগ্রহের কার্যক্রম শক্তিশালী করা।
- স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, পুর সমাজ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে অংশীদায়িত্বের সম্প্রসারণ।
- গণমাধ্যম এবং পক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে EPA সম্পর্কের জণগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

10.2.4. দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের উপর প্রভাব

দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের দেশগুলো জমিটিয়েন সম্মেলনের উপর ভিত্তি করে অনেক নতুন উদ্যেগ গ্রহণ করেছে যেমন বিভিন্ন ধরনের কৌশল; পরিকল্পনা, কর্মসূচী, প্রকল্প ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বাস্তবায়িত করেছে। লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অগ্রগতি নজরদারিতে ঘটে চলেছে। নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলো হল বাংলাদেশ, ভূটান, ইন্ডিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা।

জমিটিয়েন সম্মেলনের পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলে যে সাফল্য গুলো এসেছে, তা হল-

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিবন্ধকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি
- শৈশবের শুরুতে যত্ন এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর উন্নয়ন
- গুণগত মানের উপর উচ্চ অগ্রাধিকার।
- বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ণ
- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেট বৃদ্ধি।
- প্রচলিত ব্যবহারযোগ্য সম্পদের ফলপ্রসূ ব্যবহার।
- প্রাথমিক শিক্ষায় 'আন্তর্জাতিক' সাহায্য বৃদ্ধি।
- প্রাথমিক শিক্ষায় আইন, প্রচার, প্রকল্প এবং সংস্কার বৃদ্ধি
- প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভাবনী উদ্যেগ বৃদ্ধি
- পুর সমাজ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের সুযোগ বৃদ্ধি।

নোট

জমিটিয়ে সম্মেলনের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এই সম্মেলনই EFAর লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য UN এর সব সংস্থাগুলো একসঙ্গে এনে সমস্ত উদ্যোগকে সাফল্য জনিতি করার জন্য সাহায্য করা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তাই জমিটিয়েন সম্মেলনের অবদান প্রত্যক্ষ এবং ক্যাটালিক এরও।

প্রায় 75 মিলিয়ান শিশুরা তাদেরম মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী মেয়েদের কোন সুযোগ নেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার। তিন এর মধ্যে একজন আফ্রিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তী হওয়ার পর পড়া ছেড়ে দেয় এরা সামাজিক অসুবিধা গ্রস্থদের অর্ন্তভুক্ত। পাঁচ এর মধ্যে চার জন বিদ্যালয়ে যায় না যারা গ্রামে থাকে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে মেয়েরা চিরাচরিত কিছু ব্যবস্থার জন্য বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করে না। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলেদের অগ্রাধিকার প্রাধান্য পায়। এছাড়াও ঐ সব অঞ্চলে শিশুরা যুদ্ধ ও সংকটের জন্য বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। অনেক দেশে যেখানে গৃহযুদ্ধ জনিত কারণে বহু বিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে গেছে।

উন্নয়ণশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণগুলো হল নিম্নরূপ।

- **অপর্যাপ্ত বাজেট** - বেশীর ভাগ উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। অপর্যপ্ত যা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। অধিক অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে কম উন্নত দেশগুলোর জন্য। সার্বজনীন শিক্ষক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে যে বিষয়গুলো সেগুলো হল, সুশাসনের অভাব, ভ্রষ্টাচার, অর্থের অপব্যবহার, সুব্যবস্থাপনার এবং সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব প্রভৃতি।

- **বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের অভাব** - গ্রামীন অঞ্চল এবং অনুন্নত জিলায় সর্বাত্মক প্রাথমিক বিদ্যালয় নেটওয়ার্ক নেই। গ্রামীন অঞ্চলের শিশুদের অনেক দূরে পায়ে হেটে বিদ্যালয় যেতে হয়। নিরাপত্তা জনিত কারণে অনেক পিতামাতা তাদের মেয়েদের দূরবর্তী বিদ্যালয়ে পাঠায় না। অনেক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো অভাব। অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং শিখন উপকরণের অভাব আছে। অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অর্থের অভাবে পানীয় জল, বিদ্যুৎ অথবা পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারে না।

নোট

শিক্ষকদের কাজের পরিবেশও অনেক উন্নয়নশীল দেশে আশানুরূপ নয়। বিপুল ছাত্রসংখ্যক সমন্বিত ক্লাসে দিনে দুই/তিন শিফটে কাজ করতে হয় অত্যন্ত কম বেতনে। অনেক শিক্ষকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই। প্রস্তুতি ছাড়াই শ্রেণী কক্ষে যান। সাব-সাহারান আফ্রিকার অনেক দেশে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন। কিছু অঞ্চলে অনেক শিক্ষক AIDS এ আক্রান্ত সেখানে বলপূর্বক বিদ্যালয়ে বন্ধ রাখতে হয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশে পাঠদানের গুণমান অত্যন্ত নিম্নমানের। বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় এবং পাঠ্যক্রম কোনভাবেই শিশুদের উৎসাহিত করে না। সংঘবদ্ধ কাজ, স্বশিখন, সমস্যা সমাধান, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যাপ্ত নয়।

- **বিদ্যালয়ের খরচ** - উন্নয়নশীল দেশের অনেক মানুষই বিদ্যালয়ের ধার্য ফি দিতে পারে না। শিখনের উপকরণ ইউনিফর্ম, পরিবহনের খরচ দিতে পারে না। যে দেশে বিদ্যালয়ে কোন ফি নেওয়ার হয় না সেখানে ভর্ত্তীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক পরিবারকে তার সন্তানের আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রায় 166 মিলিয়ন শিশুরা (5 – 14 বছর) কাজ করে এমনকী দিনে 16 ঘন্টাও কাজ করতে হয়। 4 জনের মধ্যে 1 জন শিশু সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের এবং 5 জনের 1 জন শিশু এশিয়া অঞ্চলের যারা কাজ করে।
- **উচ্চ নিরক্ষরতার হার** - উন্নয়নশীল দেশে প্রায় 30 – 50 শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে 4 – 6 বছর পর তারা স্বাক্ষরও নয় অঙ্কও জানে না। প্রায় 15 – 24 বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে প্রায় 11 শতাংশ নিরক্ষর। সারা পৃথিবীর নিরক্ষরদের মধ্যে প্রায় 90 শতাংশ যারা লিখতে পড়তে পারে না বাস করে উন্নয়নশীল দেশে।

10.4 UEE'র জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে সারা পৃথিবীতে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করছে। যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান ডেভলেপমেন্ট ব্যাংক, USAID, DFID, NORAD, CIDA, SIDA, SDC, SDC, UNESCO, UNICEF, UNFPA, UNDP, OPEC এবং SDC যারা UEE'এর ক্ষেত্রে সহযোগীতা করছে।

10.4.1 ইউনেসকো (UNESCO)

1945 সালের নভেম্বর মাসে লন্ডন সম্মেলনে UNESCO স্থাপিত হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা এবং শান্তি স্থাপন করা। প্যারিসে এই সংস্থাটির মূল কার্যালয়। UNESCO মনে করে শিখন প্রক্রিয়া মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। UNESCO একটি আন্ত:সরকারী সংস্থা, UNESCO নবীন স্বাধীন দেশগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সাহায্য করে। সকল স্তরের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য এই সংস্থা সাহায্য করে। শিক্ষকদের

নোট

প্রশিক্ষণ ও পাঠক্রম উন্নয়নের জন্য এই সংস্থা আর্থিক সাহায্য করে। EFA সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য UNESCO সাহায্য করে। 1990 সালের কার্যক্রমের জমটিয়েন সম্মেলনের অন্যতম উদ্যেক্তা ছিল UNESCO. EFA আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা ছিল UNESCO। EFA সম্পর্কিত অন্তত তিনটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল UNESCO তৈরী করেছিল। (i) এ প্ল্যান অফ অ্যাকসন যা ক্রিয়াকলাপকে বাস্তব সম্মত এবং যুক্তি সম্মত করেছিল। জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোন থেকে। (ii) গাইডল্যানস্ ফর দি প্রিপারেশন অফ ন্যাশনাল অ্যাকসান প্ল্যানস্ ফর এডুকেশন ফর অল এর লক্ষ হল EFA পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করা। (iii) এ ডক্যুমেন্ট অন ডেভলপমেন্ট পার্টনার্স কো অপরেশন ইন দি সার্পোট অফ এডুকেশন ফল অল। রেশোনেল এ্যান্ড্ স্ট্রেটেজী যা গঠন করা হয়েছে প্রতিবেদনে আলোচনার অংশ হিসাবে। একটি ইলেকট্রনিক বোর্ড টাঙানো হয়েছে EFA সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য। EFA সম্পর্কিত UNESCO'র অঙ্গীকার নিম্নে আলোচনা করা হল।

পাঁচটি মূল ক্ষেত্র

- UNESCO-র কর্মকান্ড EFA র কর্মসূচী ঘিরে নির্দিষ্টভাবে শিক্ষা সম্পর্কিত। UNESCO সংস্কৃতি, যোগাযোগ এবং তথ্য আদান প্রদান এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক আন্ত:সেকটোরাল ক্রিয়াকলাপ করে থাকে।
- যে দেশগুলো EFA বাস্তবায়নের কাজ করছে যেমন শিক্ষানীতি গঠনের ক্ষেত্রে সাহায্য সমর্থন করে।
- আঞ্চলিক স্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুসংহত কর্মপ্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি।
- দক্ষতা সঙ্গে ব্যবহার্য সম্পদের ব্যবহার এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
- আন্তর্জাতিক সভায় EFA র পক্ষে বক্তব্য রেখে EFA চালিয়ে নিয়ে যেতে প্রেরণা দেওয়া।

10.4.2 ইউনিসেফ (UNICEF)

UNICEF একটি সম্মিলিত জাতীপুঞ্জের সংস্থা যার সম্পূর্ণ নাম হল ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেনস এমারজেন্সী ফান্ড। UNICEF বিশ্বের প্রায় 150 টি দেশের সরকারকে সাহায্য করে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানীয় জল প্রভৃতি ব্যাপারে। UNICEF প্রতিটি শিশুর অধিকার, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং বাক্স্বাধীনতা রক্ষার বিষয় নিয়ে। UNICEF ক্লান্তিহীন ভাবে কাজ করে চলেছে লিঙ্গ, জাতিগত, সামাজিক-অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বৈশম্য দূর করে শিশুদের যাতে গুণমানস্পন্ন শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহা লিঙ্গ ভিত্তিক সাম্য এবং যে কোন ধরনের বৈষম্য দূর করতে বদ্ধ পরিকর, এই সংস্থা কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছে যা সকলের জন্য সামাজিক ন্যায় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অত্যন্ত

নোট

প্রয়োজনীয়। বিশ্বের অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বায়রে আছে অথবা এলোমেলো, নিম্নমানের শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এই শিশুগুলোর কোনো একজনে স্বপ্নও পূরণ হবে না। তাদের প্রতিভা কখনই অনুধাবন করা যায় নি। এই সব লক্ষ্য করে প্রতিটি শিশু যাতে গুণগত মানের শিক্ষা লাভ করতে পারে সেই কারণে UNICEF শিক্ষার ক্ষেত্রে রূপান্তর, উদ্ভাবনী, সুবিধা বৃদ্ধি এবং সাম্যের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সংকটের সময়েই হোক বা শান্তির সময়েই হোক শহরে অথবা দূরবর্তী গ্রামেই হোক UNICEF দায়বদ্ধ সকলের জন্য গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে।

10.4.3 ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক 'এডুকেশন ফর অল' নীতিটি সমর্থন করে এবং সেই কারণে গুণমানের অগ্রগতি, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং EFA কার্যক্রমের সাথে সহযোগীতা করে। ব্যাংক বিশ্বে প্রায় 90টি দেশের EPA কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নিম্নরূপ।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং শিখন পক্রিয়া সংক্রান্ত উপকরণের বিষয়ে সাহায্য করা।
- বালিকাদের বিদ্যালয়ে ছুটির হার হ্রাস করা এবং শিখনের সুফল লাভ।
- HIV আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য।
- প্রাক-শৈশবের উন্নয়ণ
- বিভিন্ন দেশের EFA কর্মকান্ডের সুরক্ষা

10.4.4 ডিপার্টমেন্ট ফল ইনটার ন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (DFID)

DFID U.K সরকারের অংশ হিসেবে অংশদায়িত্বে কাজ করছে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে এবং তীব্র দরিদ্রতা দূর করা। দেশকে সহযোগীতা করে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস (MDGs) পৌঁছনোর জন্য। ইউনাইটেজ নেশসনস্ এর সমর্থনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহমত যে 2015 সালের মধ্যে দেশের দরিদ্রতা অর্দ্ধেক করে ফেলা। DFID কর্মসূচী ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগীতায় দরিদ্রতার মোকাবিলা করা।

DFID সমর্থন করছে ভারতে দরিদ্র রাজ্য যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল। DFID কাজ করছে রাজ্য সরকারের সহযোগীতায় গ্রামীন এলাকার ও শহরের বস্তি অঞ্চলের মানুষের আয়ের ব্যবস্থা করা যাতে তারা স্বাস্থ্য, পানীয় জল, জঞ্জাল সাফাই এর ব্যাপারে সাহায্য করা। DFID, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, দি এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক এবং ইউনিসেফ এর সাহায্যে ট্রাস্ট ফান্ড্ গঠন করেছে। ইহা বেসরকারী ক্ষেত্র স্বেচ্চামূলক সংগঠন স্মল ইন্ড্রাসট্রিস ডেভলমেন্ট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SIDBI) এর সাথে কাজ করছে।

নোট

10.4.5 সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলমেন্ট এজেন্সি (SIDA)

SIDA হল সুইডেন এর একটি সরকারী প্রযুক্তিগত সাহায্য এবং সারা বিশ্বে অর্থ সাহায্য করে। SIDA স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, বহুমাত্রিক সহযোগীতা এবং ই.উ এবং অন্যান্য বা যারা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো অপারেশন এর নীতির কার্যক্রম বিশ্ববাসী তাদের সাথে কাজ করছে এবং বিশ্বের 100 টি দেশের 2000 প্রকল্পের কাজে সাহায্য করছে। প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য SIDA বিভিন্ন কোম্পানির সাথে অংশদায়িত্বে কাজ চায়। জনগণের আন্দোলন সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী সংস্থা সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। SIDA গুরুত্ব দিচ্ছে সেই দেশগুলোকে যারা আফ্রিকা, এশিয়া, সাউথ আমেরিকা এবং সেন্ট্রাল এবং ইস্টান ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত।

1964 থেকে ইন্ডিয়া সুইডিশ দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সাহায্য পেয়ে আসছে। দি শিক্ষা কর্মী প্রজেক্ট (Skip) সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাথ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনে এজেন্সি (SIDA) সাহায্যে 1987 থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই প্রজেক্টে এর মূল লক্ষ্য হল রাজস্থানের পিছিয়ে পড়া দূরবর্তী গ্রামে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে নারী শিক্ষায়।

10.5 ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরাম, ডাকার, সেনেগাল 2000

'সকল জন শিক্ষা' সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলন প্রায় 150 টি দেশের প্রতিনিধি এবং 150 টি সংগঠনের উপস্থিতিতে শপথ নেওয়া হয়েছিল যে 2000 সালের মধ্যে 'সকলের জন্য শিক্ষা' সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদের ইচ্ছা ছিল প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনে যে রূপরেখা প্রস্তুত করা হচ্ছে তাতে শিশু, যুব এবং বয়স্করা সুবিধা পাবে। সকলের জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত বিশ্ব ঘোষনা শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পরিবেশকে অর্ন্তভুক্ত করবে। এই প্রচেষ্টার পর্যালোচনা জমটিয়েন সম্মেলন করা হয় এবং ঘোষনা করা হয় এ ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন UNESCO'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এক বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার দর্শন চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে।

- জানার জন্য শিক্ষা
- কাজ করার জন্য শিক্ষা
- কিছু হওয়ার জন্য শিক্ষা
- একসঙ্গে বসবাস করার জন্য শিক্ষা

ডাকার এর সভায় অংশগ্রহণ কারীরা অঙ্গীকার করেছিল প্রত্যেক নানা দিকের জন্য এবং প্রত্যেক সমাজের জন্য 'সকলের জন্য শিক্ষা' ঘোষনা সফল করতে হবে।

EFA র লক্ষ্য

i. শৈশরে শুরুতে সার্বিক শিশু যত্ন এবং শিক্ষার উন্নতি ঘটানো বিশেষ করে যারা খারাপ এবং অসুবিধাগ্রস্থ অবস্থায় আছে।

নোট

ii. নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল যে 2015 সালের মধ্যে সকল শিশুরা বিশেষ কন্যা শিশুদের এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত শিশুদের গণমান সমৃদ্ধ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার আঙ্গিনায় নিয়ে আসা।

iii. প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের জন্য সকল যুব এবং বয়স্করা শিক্ষা উপকরণ যাতে সঠিকভাবে পায় তার ব্যবস্থা করা।

iv. 2015 সালের বয়স্ক শিক্ষা বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় 50 শতাংশ সফল হওয়া।

v. 2015 সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠিত করা। নিশ্চিত করা যে 2015 সালের মধ্যে কন্যা শিশুরা সকলে যাতে গুণমান সমৃদ্ধ শিক্ষা লাভ করতে পারে।

vi. শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুণমান সমৃদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ করে অক্ষর জ্ঞান, অঙ্ক এবং জীবনদক্ষতা সম্পর্কিত।

বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম এর লক্ষ্য হল

i. সকলের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার সমাবেশিত করা, জাতীয় কর্মসূচী পরিকল্পনার এবং শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

ii. EFA সংক্রান্তনীতি যাতে নিরব বিচ্ছিন্ন এবং সুপরিকল্পিত ভাবে বাস্তবায়িত হয় দরিদ্র দূরীকরণ এবং কৌশলগত উন্নয়ণ কে সামনে রেখে।

iii. যে সমস্ত ঘটনা শিশু শিক্ষার পরিবেশের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষা কর্মসূচী নিতে হবে যাতে শিশুদের মধ্যে ধারনাশক্তি বৃদ্ধি পায় যার দ্বারা তার সহ্য শক্তি-শান্তিপূর্ণ সহবস্থান এবং দ্বন্দ্ব দূর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারে।

iv. শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিত্তিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যাতে শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে।

v. জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী নিতে হবে যাতে HIV/AIDS এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

vi. EFA 'র লক্ষ্য সফল করার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া।

vii. EFA'র লক্ষ্য সফল করার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া।

viii. জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সুপরিকল্পিত ভাবে EFA'র অগ্রগতি বিষয়ে নজরজারি রাখতে হবে

এটা লক্ষ্য করা গেছে বেশ কিছু দেশ তাদের শক্তিশালী নীতির EFA'র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছে আবার অনেক কম উন্নত দেশে এ ব্যাপারে তাদের পাশে দাড়াতে হবে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো প্রকাশ্যে তাদের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে প্রকাশ্যে এবং যে কোন আঞ্চলিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সভায় আলোচনার অ্যাজেন্ডায় এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করছে। এমনকী জাতীয় আইনসভা

নোট

এবং স্থানীয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। EFA 2000 পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে সাব-সাহারার আফ্রিকা সাউথ এশিয়া এবং কর্ম উন্নত দেশের সরকার এই বিষয়টি সব থেকে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরের সুসংহত কর্মপ্রয়াস অবিলম্বে উজ্জীবিত করতে হবে।

EFA'র সংক্রান্ত মূল কর্মতৎপরতা দেশ ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে। জাতীয় EFA ফোরাম স্থাপিত করতে হবে EFA'র লক্ষ্য সাফল্য মন্ডিত করার জন্য। যে সমস্ত দেশে সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ঘটছে সেই আন্তর্জাতিক সংগঠন গুলো থেকে প্রযুক্তিগত সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মতৎপরতা - 1

বাছুন এবং নীচের বর্ণিত বিকল্পগুলোর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তর লিখুন।

1. (a) জমাটিয়েন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেছিল কোন অধিকার

    1. লিঙ্গভিত্তিক সাম্য
    2. বয়স্কদের শিক্ষা
    3. প্রত্যেক নাগরিকের
    4. HIV / AIDS আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষা

   (b) জমেটিয়েন সম্মেলনের পাঁচটি মূল নীতির উল্লেখ করুন।

   (c) জমেটিয়েন সম্মেলনের মূল লক্ষ্য সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

2. E-9 দেশ বলতে বোঝায় :—

    1. ইলেকট্রনিক দেশ
    2. অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশ
    3. বিপুল জনসংখ্যা সমন্বিত দেশ।
    4. অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশ।

3. নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন ঃ—

    1. জমিটিয়েন সম্মেলনের পরে E-9 দেশগুলোর সফল তার দিক গুলো কী কী?
    2. দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

নোট

কর্মতৎপরতা - 2

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যুক্ত করে সহকর্মীদের নিয়ে একটি প্যানেল আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

.....

.....

.....

10.6 সংক্ষিপ্তসার

- নিজ দেশের মানুষকে শিক্ষিত না করে কোন দেশ সাফল্য লাভ করতে পারে না।
- শিক্ষাই মূল অস্ত্র উন্নয়ন ধরে রাখা এবং দরিদ্রতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে
- প্রাথমিক শিক্ষা হল আজীবন শিক্ষা প্রক্রিয়ার মূল ভিত্ত। একবিংশ শতাব্দীর মূল লক্ষ্য হল আজীবন শিখন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা। এর অনেক সময় বিচ্যুতি ঘটে ব্যক্তির বয়স ও শিক্ষার স্তর অনুযায়ী। তফাত করা হয় প্রথাগত প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মধ্যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার মধ্যে। কাজের মধ্যে দিয়ে এই পার্থক্য দূর করতে হবে।

10.7 পরিভাষা / সংক্ষিপ্ত নাম

- ADEA Association for the Development of Education in Africa
- AIDF African Development Bank
- CDF Comprehensive Development Framework
- CREMIS Caribbean Regional Education Management Information System
- DFID Department for International Development
- ECCD Early childhood care and development
- EU European Union
- FRESH Focusing Resources on Effective School Health
- EFA Education for All
- HIPC Highly Indebted Poor Countries Initiative
- HIV Human Immunodeficiency Virus
- IBE UNESCO Internationa Bureau of Education
- ICT Information and communication technologies.

নোট

- IIEP UNESCO International Institute for Education Planning
- NGO Non-govenment organisation
- OIE Organization of Ibero-American States for Education. Science and Culture.
- SIDA Swedish International Development Co-operation Agency
- UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
- UNDAF United Nations Development Assistance Framework
- UN/DESA United Nations Department of Economic and Social Affairs
- UNDP United Nations Development Programme
- UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNFPA United Nations Population Fund
- UNGEI United Nations Girls Educationa Initiative
- WGEFA Working Group on Education for All
- WHO World Health Organization.

10.8 সুপারিশকৃত পুস্তক ও রেফারেন্স বই

Conference Document and Papers

- World Education Forum (= WEF), Dakar, Senegal, 26 - 28 April 2000. The Dakar Framework for Action. Education for all: Meeting our Collective Commitments. www2. unesco.org/wef/en-leadup/dak fram.shtm.
- World Education Forum. Address by Koichiro Matsuura, Director General, UNESCO. www2. unesco.org/wef/en-news/coverage_speech_jihiro.shtm
- World Education Forum. James D. Wolfensohn, President. The World Bank Presentation at the WEF. www2.unesco.org/wef/en-news/coverage_speech_wolfen.shtm.
- World Education Forum. Renewed Hope: NGOs and Civil Society in Education for All. Excecutive Summary (Press Release) of the NGO Study by the Press and Information Office of the Dakar Meeting (= NGO Study). www2.unesco.org/wef/en-leadup/findings-nog.shtm.
- World Education Forum : NGO Declaration on Education for all, Dakar 25 April 2000. 4 pages.

নোট

- World Education Forum: Strategy Session "Litercy for all: A Renewed Vision for a Ten-Year Global Action Plan". Dakar, 27 April 2000 and : Draft of a Resoulution for a UN Literacy Decade
- World Education Forum: Statistical Document. UNESCO Institute for Statistics, Paris 2000
- Education for All - Global Synthesis by Malcolm Skibeck.EFA International Consultative Forum Documents. EFA Forum UNESCO, Paris 2000
- EFA Thematic Study on Community Partnership in Education: Dimensions, Varions, and Implications, by Marc Bray, January 2000. Comparative Education Research Centre. The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China.
- EFA Thematic Study on Funding Agencies' Contributions to Education for All, by Clare Bentall, Edwina Peart, Roy Carr-Hill, and Aidan Cox. February 2000. Overseas Development Institute, London, Portland House, Stag Place, London SWIE 5DP. www.oneworld.org/odi
- EFA Thematic Study on Litercy and Adult Education. Prepared by the International Literacy Institute, Principal Author Daniel Wagner, March 2000. Universicy of Pennsylvania–UNESCO, 3910 Chestnut Street, Philadelphia PA 19104-3111, www.literacyonline.org.
- Mid-Decade Meeting of the International Consultative Forum on Education for All, 16-19 June 1996. Amman, Jordan. Final Report. EFA Fourm Secretarial UNESCO. Paris 1996
- Wold Conference on Education for all (= WCEFA), 5-9 March 1990, jomtien, Thailand. World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs. Published by the Inter-Agency Commission. UNICEF House, New York, N.Y.April 1990
- Fifth International Conference on Adult Education (= CONFINTEA V), 14-18 July 1997, Hamburg, Germany, Declaration on Adult Learning, UNESCO Institute for Education, Hamburg 1997.

অন্যান্য প্রকাশনা

- Bhola, H.S., Evaluating Literacy for Development. Projects, Programs and Campaigns. UNESCO Institute for Education, Hamburg; German Foundation for International Development, Bonn 1990

নোট

- Torres, Rosa Maria, One Decade of Education for All : The Challenge ahead. International Institute for Educational Planning (UNESCO/IIEP), Buenos Aires 2000.
- Publication on Dakar by/ on the World Education Forum in the internet under www2.unesco.org/wef.
- Hard copies can be ordered from UNESCO-http://www.unicef.org/mdg/index_unicefsrole.htm.
- For Elementry Education initiative at International level-http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001228/122850e.pdf.

10.9 পাঠ-পরিসমাপ্ত অনুশীলনী

1. বিশ্বশিক্ষা ফোরাম এর লক্ষ্য আলোচনা করুন।
2. আপনার মত ব্যক্ত করুন UEE র উপর জমটিয়েন সম্মেলনের প্রভাব সম্পর্কে।
3. UEEর বিষয়ে UNESCO র ভূমিকা কী?
4. UEE র ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক; SIDA, DFID ভূমিকা কী ধরনের?
5. 2000 সালে ডাকার (সেনেগাল) অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে কী কী বিষয় আলোচনার উত্থাপিত হয়েছিল সংক্ষেপে তা আলোচনা করুন।